দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।] [পৌষ, ১২৯২।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকেরা দায়ী)

সূচী।

ন অর্থ	...	শ্রীচন্দ্রশে বসু	
ঐ	..	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম,	
ও অনুপাত	...	শ্রীবিপিনচন্দ্রপাল	
াসই মোহ	...	শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায, বি,এ	৬৬
দন কি এমন হবে! (পদ্য)		শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়	৭৩
নিরাকারবাদে কি শান্তি আছে?		শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা	৭৫
আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা	...	শ্রীমতী নীহারিকা	৭৮

কলিকাতা

পটলডাঙ্গা, ২নং বেনেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—০○০—

দুইখানি নূতন পুস্তক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, প্রণীত।

মানব প্রকৃতি—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বনফুল বা বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ—মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতার সকল প্রধান পুস্তকালয়ে এবং বহরমপুর কা[illegible] [illegible] গ্রন্থ-
রর নিকট পাওয়া যায়। ডাক মাসুল লাগে না।

ESTABLISHED 1875

THE

CALCUTTA CHEAPEST MUSICAL ESTABLISHMENT

DWARKIN & SON.

IMPORTERS OF

MUSICAL INSTRUMENTS,

Materials, Strings, Fittings, &c.

2 Lower Chitpore Road, Corner of Lall Bazar,

CALCUTTA.

ILLUSTRATED PRICE LIST ON APPLICATION

আলোচনা।

উদ্বোধন।

এক বর্ষ গেল চলি, যাবে শত বর্ষ ভাগি,
তোমার করুণা, বিভো! রয়েছে, রহিবে জাগি
রসো-বৈ তুমি পিতঃ। তব রসে পূর্ণ ধরা,
প্রাণ তুমি—প্রাণে প্রাণে সকলি রয়েছে [illegible]।
যেখানে সকলি [illegible] [illegible]ার বাস,
যেখানে কিছুই নাহ [illegible] তোমার ভাস।
সকলি অপূর্ণ হেথা—পূর্ণ তুমি ; তাই মোরা
পূর্ণতার আশে বেঁচে, কাটা'যে দিনু এ ফেরা।
যদিও দুর্ব্বল মোরা তবু কি নিরাশ হব ?
তব আলোচনা লয়ে তোমাতে মজিয়ে রব।
তোমার এ মহাবিশ্ব, তোমার এ আলোচনা,
জীবনের গত বর্ষ ইহাতে পড়েছে গণা।
দেও বল দেও বীর্য্য, আসিছে যে বর্ষ শত,
তব আলোচনা ল'য়ে তাহাও করিব গত।
বিষয় বাড়িছে নিত্য দেশ পূর্ণ করিবারে,
দিন পরে চলে দিন উতরিতে কাল পারে।
দেশ কাল মিলি জুলি লিখিছে যাঁহার তত্ত্ব,
তাঁরি আলোচনা ল'য়ে রবি—দেও [illegible] তত্ত্ব।

আত্ম-প্রকাশ ও ভগবৎস্ফূর্ত্তি।

অহং জ্ঞান জীবের স্বাভাবিক। যে সময় হইতে বাহ্য বস্তুর সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই সময় হইতে কার্য্যের কর্ত্তা আমি, ইহা বুঝিয়াছি। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলে আমি, পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্যের মূলে আমি, ক্ষুদ্র শিশুও ইহা বুঝে। আপনার শক্তি সামর্থ্যের যত [illegible]ভব হয়, আপনার কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য তত চেষ্টা হইয়া থাকে। বালক [illegible]স্তে এক গাছি যষ্টি পাইলে, সকল বস্তুর উপরে তাহার আধিপত্য প্রদর্শ[illegible] [illegible]য়াস পাইবে। এই অহঙ্কার, আমিত্ব ও কর্তৃত্বাভিমান কি লইয়া?— [illegible] প্রকাশ করিবার ইচ্ছাই ইহার ভিত্তিভূমি। শিশু আপনাকে [illegible]তেছে, যুবক যুবতী আপন আপন রূপ লাবণ্য, গুণ গরিমা প্রকাশে [illegible], অশীতিপর বৃদ্ধও যমদ্বারের নিকটবর্ত্তী, তথাপি আপনার কৃতি[illegible] [illegible]ত বিমুখ নহেন। রূপবান, ধনবান, বিদ্বান, পদস্থ, পরো[illegible]পকারী এবং উগ্র ত[illegible] [illegible]ত্বর শ্লাঘা [illegible] [illegible] আপনার শক্তি প্রকাশ ও ক্ষমতার পরিচয় দানে যথাসাধ্য [illegible]!

জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার অধিবাস, কিন্তু যেখানে আত্ম-প্রকাশ প্রবল, সেখানে ভগবৎস্ফূর্ত্তি মলিন, এই জন্য তাহার সত্তা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া ভার। একস্থানে দুই বস্তু এক সময়ে অবস্থিতি করিতে পারে না, ইহা যেমন একটী অমোঘ বৈজ্ঞানিক সত্য, এক সময়ে এক ঘটে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের কর্ত্তৃত্ব স্থান পায় না, ইহা সেইরূপ একটী অমোঘ আধ্যাত্মিক সত্য। অহং কর্ত্তা প্রবল, ভগবান্ নিষ্প্রভ, অহং কর্ত্তা নিস্তেজ, ভগবানের স্ফূর্ত্তি প্রবল। অহং ভাবের পূর্ণাধিকার যে পরিমাণে খর্ব্ব হইবে, ভগবানের প্রভাব তত প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তি অহং ভাবকে সঙ্কুচিত করিয়া ভগবানের জন্য একটু স্থান করে, ভগবান্ তাহাতে প্রকাশিত হন। সেই ভগবৎস্ফূর্ত্তিকে যিনি পোষণ করেন, তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া নিজে যিনি পশ্চাতে থাকেন, তাঁহাকে কর্ত্তারূপে বরণ করিয়া নিজে যিনি তাঁহার সেবাকে জীবনের মহৎ কার্য্য বলিয়া অবলম্বন করেন, তাঁহাতেই ভগবানের স্থিতি ও বিহার হয়।

ভগবৎ প্রকাশের অর্থ জীবনে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পুণ্যের জয় স্থাপন করা — — প্রকা[illegible] আপনার গৌরব [illegible] শক্তি, ক্ষমতা, এবং স্বার্থ সর্ব্বস্বতার

[illegible]ইয়াই বাস্ত—অতি অল্প

…ংখ্যাক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার কর্তৃত্ব স্থাপিত হউক, আমার সুখ বর্দ্ধিত হউক," সাধারণতঃ ইহার অপেক্ষা জীবনের পক্ষে সুখকর আর কিছুই নাই। "আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া তোমার মহিমা মহীয়ান হউক, আমার সুখ বিনষ্ট হইয়া তোমার সুখ বর্দ্ধিত হউক," ইহার অপেক্ষা প্রেমিকের পক্ষে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

সমাজ-শক্তি।

একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ বীজ, তাহার উপর কত বস্তুই না কার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—ইহারা সকলে মিলিয়া … …চর্য্যায় নিযুক্ত হয়। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, … ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার ফুল ফ… …ায়, তাহার পাতায় …বভ, ফলে মধু ঢালিয়া দে… এক জাতীয় বৃক্ষ, তাহারই ফল একটা …ম্ল, আর একটা বা মিষ্ট হয়—কেবল ইহাদের শক্তি প্রভাবে। তাহার …য় পাতায় বেশী কম, ফুলে ফুলে বেশী কম, ফলে ফলে বেশী কম, কেবল ইহাদের কার্য্যের তারতম্য নিবন্ধন।

একটী ক্ষুদ্র সদ্যোজাত শিশু, তাহার মগে কত যুগের ইতিহাসই না লিখিত থাকে। তাহার কোমল অঙ্গে কত লোকের দৈনন্দিন লিপির কত গোপনীয় অংশই না খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কত অসংখ্য শক্তি মিলিয়া তাহার জীবনের ভাগ্য-লিপি নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। কত অগণিত শক্তি নিচয় তাহার কোমল দেহ মনের বিকাশ সাধন করিয়া থাকে।

একটী মনুষ্য সমাজ,—সেখানেও এইরূপ অসংখ্য শক্তির কার্য্য। এই সকল শক্তি রাশিই সমাজ-চরিত্রকে গঠিত, সমাজের জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার সভ্যতা স্রোতকে প্রতিনিয়ত নিয়মিত করিতেছে।

একখানি সামান্য চিত্রপট প্রভাবে একটী মার্কিন পরিবারের সমুদায় বালক … নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। এই পরিবারের … …রঙ্গায়িত মহাসমুদ্রে নৃত্যশীল এক …

সকলে পিতা মাতার সমুদায় চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া, আদেশ অমান্য করিয়া ও সস্নেহ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নৌ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। এক খানি সামান্য ছবিতে কতগুলি মনুষ্যের জীবনগতি নির্ণিত হইয়াছে।

মানব সমাজেও অহর্নিশ তাহাই ঘটিতেছে। সমাজ গৃহের ছাদে, প্রাচীরে এবং ভিত্তিতে যে সকল চিত্রপট স্বর্গের তুলিকায় অঙ্কিত থাকে, সমাজের জীবনগতি নির্ণয়ে তাহাদের শক্তি অপরিমেয়। সমাজ শরীরের উপর সর্ব্ব প্রথমেই তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়।

যে দেশেই প্রকৃতিদেবী বসুন্ধরার ধনরাশি বণ্টনে মুক্তহস্ত,—যে স্থানেই প্রকৃতি সতী আপনার বিচিত্র রূপের হাট খুলিয়া বসিয়াছেন,—যে স্থানেই যুগপৎ তাহার রৌদ্রভাব ও স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশিত,—সেই দেশেই সভ্যতার বিমল [illegible] সর্ব্বাগ্রে দীপ্ত হইয়াছে। জগতের প্রধানতম প্রাচীন জাতি [illegible]।

[illegible] শক্তি ভারতে [illegible] অম্বর করিয়াছিল অন্যত্র তাহা করিতে পারে নাই, কেবল বাহ্য প্রকৃতির [illegible] বার ভারতের এই আশ্চর্য্য [illegible] স্থানের পর যে এই শোচনীয় অধঃপতন, তাহাও কেবল ভারতের এই প্রকৃতিরই কৃপায়।

ভারতের প্রকৃতি আদিম সভ্যতার শৈশব-দোলা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিল। তাঁহার জগজ্জন বিমোহনকারিণী মুগ্ধচ্ছবি দেখিয়াই ভারত জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভারতের শীর্ষদেশব্যাপী অভ্রভেদী, শুভ্রকেশ, গিরিরাজ, তাহার পাদদেশধৌতকারী সুনীল তরঙ্গায়িত মহাসাগর, তাহার পবিত্রসলিলা কলনাদিনী স্রোতস্বিনীগণ, তাহার "সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা" ধরা, তাহার এক চন্দ্র অসংখ্য নক্ষত্ররাজি শোভিত সুনীল, সুস্নিগ্ধ, আকাশ, তাহার নিত্য নব ভাবপ্রকাশক ঋতুচয়,—ইহারা সকলে ভারতের জাতীয় জীবনের শৈশবকালে তাহার নিদ্রিত প্রাণকে জাগ্রত করিয়াছিল। প্রকৃতি সতীর রূপমোহে মোহিত হইয়াই ভারত এ জগতে এই অলৌকিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

সভ্যতার অর্থ—জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, নীতির উন্নতি, রাজনীতির [illegible]। ইহাদের সকলই গভীর আলোচনা, গভীরতর গবেষণা [illegible] [illegible]। আলোচনা, গবেষণা, চিন্তা—[illegible]

[illegible]

উদর চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়, সে আর অন্য চিন্তা করিবে কখন? এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা জন্মিতে পারে না, জন্মিলেও তাহা চিরকালই অতৃপ্ত থাকিবে। ভারতে সামান্য চেষ্টায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত, অন্ন মুষ্টির জন্য প্রাচীনকালে ভারতবাসীর ললাট-নিঃসৃত ঘর্ম্মবিন্দু কদাপি পাদোপরি বিলুণ্ঠিত হয় নাই। জ্ঞানালোচনার অবসর প্রাচীন ভারতে সহজলভ্য ছিল। শুধু তাহাই নহে, ভারতের প্রকৃতি চিরদিনই আধ্যাত্মিক ভাবের উত্তেজিকা, কল্পনার স্নেহময়ী জননী। তাহাতেই প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, অতি দ্রুত গতিতে, কল্পনা এবং আধ্যাত্মিকতারও বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাহ্য প্রকৃতির গুণে জনসমাজের যে অবস্থান্তর ঘটে, সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিরাশি প্রভাবে তদপেক্ষা আরো গুরুতর অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। মানুষ লইয়া সমাজ। মানুষ তো আর কেবল বাহ্য প্রকৃতির দাস ন[illegible]। বাহ্য প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তাহার হৃদয় মনের উপর কার্য্য করিতেছে [illegible] তথাপি সে স্বাধীন। তাহার হৃদয়ের ভাব, মনের গ[illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible]তাকে সতত পরিমিত ও পরিচালিত করিয়া থা[illegible] [illegible] প্রভাবে বাহ্য প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সতত [illegible] [illegible] ক্ষেত্র রচনা করিতেছে, আবার চিরশস্যশালিনী ভূমিকে অনুর্ব্বর [illegible]ভূমে পরিণত করিতেছে,—সে মরুমধ্যে মাত বা খিভা নির্ম্মাণ করিতেছে, আবার ভারতের ঘননিবিড় অরণ্যানির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহার "সুজলা সুফলা" ভূমিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ক্রীড়াভূমে পরিণত করিতেছে। যে বাহ্য প্রকৃতিকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার শক্তি-জাত সামাজিক শক্তি নিচয়ের প্রভাব কি অল্প?

জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি—ইহারাই সমাজের আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রধান শক্তি চতুষ্টয়। কিন্তু ইহারা কেহই স্বাধীন নহে। ইহাদের সকলেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। ইহাদের একের ভাব অপরে সংস্পৃষ্ট ও সংক্রামিত হইয়া পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা সচরাচর যাহাকে সামাজিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করি, তাহা কেবল তাহার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থার নামান্তর মাত্র।*

---

* "What is called a state of society is the simultaneous state of all the greater social facts or phœnomena. Such are the degree of knowledge and of intellectual and moral culture

জ্ঞানই মানবের ও মানবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। জ্ঞান—আত্মজ্ঞান,—আমি আছি, ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন, ইহাই তাহার বুদ্ধি বিকাশের ক-অক্ষর। ইহা হইতে ক্রমে অপর ভাবের ও অপর জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান সর্ব্ব প্রথমে মলিন, নিষ্প্রভ, অজ্ঞানতাপোষক সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাই মানবের প্রথম উপার্জ্জিত ধন। শিশু আত্মা প্রথমে এই মলিন, নিষ্প্রভ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই জগতে দাঁড়াইয়াছিল। আবার জ্ঞান মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন। ধর্ম্ম বল, নীতি বল, রাজনীতি বল, সকলই জ্ঞানের মুখপ্রেক্ষী হইয়া আপনাদিগের জীবন পরিচালিত করিয়া থাকে, সকলের ক্ষমতাই জ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করে। আদৌ ইহারা সকলেই জ্ঞানের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং আজও জ্ঞানের দ্বারাই ইহারা সকলে নি[illegible] ও পরিচালিত হইতেছে।

[illegible] ধর্ম্মের মধ্যে যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, ইহা অনেকেই স্বীকা[illegible] মা[illegible]র ধর্ম্মভাবের বিবর্ত্তনে ভয় প্রথম সোপান। [illegible]দের ফল। মানুষ তখন শিশু, তখন সে [illegible] আছে, তখন সে পৃথিবীর বিপ্লবক[illegible] শক্তিরাশির সমক্ষে অসহায় হইয়া দণ্ডায়মান, এই সকল শক্তির [illegible] করিবার ক্ষমতা তখনও তাহার জন্মে নাই, তাহাদের প্রভাব। প্রশমিত ক[illegible]

---

existing in the community and in every class of it, the state of industry, of wealth and its distribution, the habitual occupation of the community, their division into classes, and the relation of those classes to one another; their common beliefs which they entertain on all subjects most important to mankind, and the degree of assurance with which those beliefs are held, their tastes and the character and degree of their æsthetic development, their form of government and the more important of their laws and customs. The condition of all these things and of many more which will readily suggest themselves, constitute the state of Society or the state of civilization at any given time"—Mill's Logic, Bk. VI Ch X মিল এত কথায় এত সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, সমাজিক অবস্থা সমাজের জ্ঞান ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতির অবস্থারই নামান্তর মাত্র।

ব্যর মন্ত্র সে তখনও শিখে নাই, সুতরাং তখন এই অল্প জ্ঞানে তাহার ধর্ম্ম হইল প্রকৃতি-পূজা। এইরূপে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানবীয় ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, কখনও বা প্রেতপূজা, কখনও বা প্রকৃতি পূজা, কখনও বা বহু দেবতার অর্চ্চনা, কখনও বা একেশ্বরের আরাধনা,—ধর্ম্ম বৈষম্য কেবল জ্ঞান বৈষম্যের ফল।

ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বর্ত্তমান সভ্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রণালী সমূহের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক বৌদ্ধ ধর্ম্মের কত আকার, এক খৃষ্ট ধর্ম্মের কত সম্প্রদায়, এক মসলমান ধর্ম্মের কত শাখা। এই সকল অধিকাংশ স্থলেই কেবল জ্ঞান বৈষম্যের ফল

জ্ঞানের সঙ্গে নীতিরও অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায়, সামাজিকগণের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নীতির ও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মানব জাতির অতি শৈশবকালে পৃথিবীতে আজিকার উন্নত নীতি বিদ্যমান ছিল না। মানুষ তখন অল্পজ্ঞান, অসহায়, প্রকৃতির সংহারিণী শক্তি সমূহের তাড়নায় বিতাড়িত। ভয় তখন তাহার প্রধান ভাব, আত্মরক্ষা তখন তাহার প্রধান প্রবৃত্তি। ভয় অল্পজ্ঞানের সন্তান, তখনকার নীতিও ভয়ের সন্তান সন্ততি। তখন আত্মরক্ষাই প্রধান নীতি। ক্রমে দুইটী প্রাণীর মিলনে পরিবারের সৃষ্টি। পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে জাতির উৎপত্তি। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায় ভাবেরও সৃষ্টি। যখন একাধিক গোষ্ঠী মিলিত হইয়া প্রবলতর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতির সৃষ্টি করিল, তখন পূর্ব্বকার "আমি আমি" "আমার আমার" গিয়া "আমি এবং তুমি" "তোমার এবং আমার" উৎপন্ন হইল। তখন আর কেবল আমি ও আমার করিলে বহুত্বে একত্ব থাকে না, কাজেই তখন "আমারটা আমার" "তোমারটা তোমার" "তাঁহারটা তাঁহার" -এই তিন পুরুষের একত্রে ন্যায় ভাবের সঞ্চার। কিন্তু এখানে ন্যায়ের অঙ্কুর মাত্র প্রকাশিত, মানবীয় নীতির ভিত্তি মাত্র সংস্থাপিত। তখন ন্যায়ের অর্থ বিনিময়, ব্যবসাদারী,—আমি তোমার স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিব, তুমিও আমার স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিও। ন্যায় তখন সত্ত মাত্র।

যুগে যুগে সমাজের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধ-যুগে সমাজের নীতি শক্তিজা—দৈহিকবলের ভিত্তির উপর সংস্থাপিতা, যুদ্ধ ব্যবসায়ের পোষ্যা পুত্রী মাত্র। তখনকার প্রধান আদর্শ সাহস ও সত্যবাদীতা,—বলের সহচর সহচরী। তখন বলই ন্যায়, যাহার বল রহিল তাহার সবই রহিল, আজ সে নীতি কৈ ?

আজ চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাতক, কিন্তু যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় নাই, তখন কে কাহাকে চোর বলিতে পারিত? চৌর্য্য ও চোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির সহচর, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ততদিন জনসমাজে তাহাদের অস্তিত্ব। যদি কমিউনিষ্টগণের সাধের স্বপ্ন জীবনে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য এবং চোরও জনসমাজে লুপ্ত হইবে।

আজ সতীত্ব অমূল্য রত্ন। কিন্তু যখন বিবাহ-প্রথা ছিল না, তখন সমাজ এই অমূল্যরত্নের অধিকারী হয় নাই।

এক সময়ে এজগতে রাজা ও দেবতায় প্রভেদ ছিল না, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" কিন্তু আজ রাজা কে? এক সময়ে রাজহত্যা মহাপাতক ছিল, এখন রাজহত্যা অবস্থা বিশেষে পাপ না হইয়া পুণ্যও হইতে পারে।

জ্ঞান পরিবর্ত্তনে নৈতিক ভাব ও নৈতিক আদর্শ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর উপরেও আছে। এই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের নৈতিক ভাব ও নৈতিক আদর্শ তাহাদের জ্ঞান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে দুর্নীতি বলিয়া মনে করিতাম, আজ তাহাকে সুনীতি বলিয়া আদর করিতেছি, আর দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে সুনীতি বলিয়া ভক্তি করিতাম, আজ তাহাকেই দুর্নীতি বলিয়া ঘৃণা করিতেছি।

জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় শাসনপ্রণালীরও সতত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সমাজে যখন জ্ঞান ও বিদ্যা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেই সমাজে তখন হয় স্বেচ্ছাচারী রাজা, না হয় অত্যাচারী ক্ষুদ্র আভিজাতদল রাজ্য শাসন করিয়াছেন। আবার যে সমাজে যখন জ্ঞান ও বিদ্যা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমাজে হয় নিয়মতন্ত্র রাজত্ব, না হয় সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র সভ্য জগৎ যে এক ঘোরতর রাজনৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে আমূল বিকম্পিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞানোন্নতির কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

যেমন জ্ঞান সমাজের অপর শক্তিত্রয়কে—ধর্ম্ম, নীতি এবং রাজনীতিকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার ধর্ম্ম, নীতি এবং রাজনীতিও জ্ঞানের উপর প্রভূত আধিপত্য উপভোগ করে। মানুষের জ্ঞান তাহার ধর্ম্মকে রচনা করিয়াছে, আবার তাহার স্বহস্ত রচিত ধর্ম্মও জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছে। উরূপার ইতিহাসে একবার কেবল ধর্ম্মেরই উৎপীড়নে জ্ঞান পরম সমৃদ্ধিশালিনী নগর নগরী পরিত্যাগ করিয়া তমসাচ্ছন্ন গুহা ও সন্ন্যাসালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যখনই যে দেশে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ যুগে,—কোনও বিশেষ প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন ও বদ্ধমূল হইয়াছে,—তখনই এই ধর্ম্ম-প্রভাবে জ্ঞানের উন্নতি বা অধোগতি হইয়াছে। ধর্ম্মভাব নিরতিশয় রক্ষণশীল। সে সর্ব্বদা নূতনের ভয়ে ভীত, নবালোক দেখিলে তাহার কোমল প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। এজগতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী রাজার স্বভাব প্রাপ্ত, সকলেই সর্ব্বদা ঈর্ষা-প্রবণ ও সন্দিহানচিত্ত। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম নূতনের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই নবাঙ্কুরিত জ্ঞানকে তাহার মাতৃক্রোড়ে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীশে সক্রেটিসের বিষ পান, জ্ঞানের মুখ চাপিয়া ধরিবার জন্য ধর্ম্মের চেষ্টার ফল। গুওর্ডিনো ব্রুনোর হত্যা, গ্যালিলিওর হত্যা, এবং জগতের অপরাপর বিজ্ঞান-বীরদিগের হত্যাকাণ্ড—এই সমুদায় জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের অত্যাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আর এক উপায়ে ধর্ম্ম জ্ঞানের উপরে আধিপত্য ভোগ করিয়াছে। জ্ঞানের বিস্তৃতিতেই উন্নতি, এবং ধর্ম্ম হিন্দু-ভারতে ও খৃষ্টীয়-উরূপায় জ্ঞান বিস্তারের ব্যাঘাত দিয়াছে। প্রাচীন সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল,—শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থই ধর্ম্মগ্রন্থ। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার সকলের অধিকার ছিল না, এই প্রতিষেধ দ্বারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত করিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্ম যে সর্ব্বদাই জ্ঞানের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে তাহা নহে। এক দিকে যেমন জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়া, ধর্ম্ম জ্ঞানের ভবিষ্য উন্নতি ও পরিণাম মঙ্গলের মূলভিত্তি কর্ত্তন করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ জ্ঞানালোচনা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার গভীরতাও সম্পাদন করিয়াছে। পৌরোহিত্যের সৃষ্টিতে জনসমাজে অনেক বিপ্লবাদির মধ্যেও যে জ্ঞানের আলোক রক্ষিত ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং একদিকে ধর্ম্ম যেমন জ্ঞানের বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাহার অনিষ্ট করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ এই জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়াই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। ভারতে জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই ধর্ম্মের অত্যাচারে, কিন্তু আবার এই ধর্ম্মেরই কৃপায় এদেশে তাহার

এরূপ গভীরতা সম্পাদিত হইয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণ বুধগণের সেই গভীর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান-কীর্ত্তি সমূহ জগতের সরল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা লাভ করিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও ধর্ম্ম জ্ঞানোন্নতির অল্প সহায়তা করে নাই। এক পিউরিটান ধর্ম্ম ইংরাজ জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে কি এক মহা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্ম সংস্কার জর্ম্মাণি এবং সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানোন্নতির কি অল্প সহায়তা করিয়াছে? বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই সমুদায়ই জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের সদাধিপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজনীতিও জ্ঞানের উপর অল্প আধিপত্য ভোগ করে নাই। বর্ত্তমান সভ্যসমাজের কোনও কোনও দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইংরাজি বিজ্ঞানের উন্নতিতে ইংরাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অল্প সহায়তা করে নাই। স্বাধীন জাতি স্বাধীন ও প্রমুক্তভাবে জ্ঞানোন্নতি করিতে সমর্থ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জ্ঞানোন্নতির অতি প্রধান সহায়। রুশে জ্ঞানের বড় দুরবস্থা— রুশিয়ার রাজনৈতিক দুরবস্থার ফল। রুশিয়ায় কেহ স্বাধীনভাবে একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারে না। রুশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে রাজপুরুষদিগের মুখ চাহিয়া সতত আপনাদিগের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিতে হয়। না করিলে তাহা সংবাদপত্র পরিদর্শকগণের হাত দিয়া পাশ হয় না, পাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—তাহার উপর তজ্জন্য সম্পাদকের গুরুতর দণ্ডবিহিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রুশের লেখকগণকে সর্ব্বদা সসর্পে গৃহবাস করিতে হয়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে? *

---

* একজন পরিব্রাজক ট্রিক্‌নিফ্‌ নামক একজন পুস্তক বিক্রেতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"Triknieff would be a happy man if Government would instal a censor in his town and arm him with full powers; but he and Government look at this question from opposite points of view, for Triknieff wants to promote the sale of literature, and Government desires to check it. It is more than enough for the authorities that publications should come out with tolerable frequency in the nine university towns—St. Petersburg, Moscow, Kazan, Dorpat, Vilna (Lithuania) Kiev, Kharkov,

তবে সর্ব্বদাই যে রাজনৈতিক পরাধীনতায় জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে তাহাও নহে। তদ্দ্বারা জ্ঞান বিস্তৃতির বিঘ্ন জন্মাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা যখন রুশীয়ার পীটারের মত, বা ভারতের আকবর সাহার মত আপনি জ্ঞানপিপাসু, তখন তাঁহার অধীনে দেশে রাজনৈতিক অধীনতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে।

ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ধর্ম্মের সহায়ে জ্ঞানের কিরূপ উন্নতি ও ধর্ম্মের অত্যাচারে জ্ঞানের কিরূপ অবনতি হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে নীতির যে অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, ফলতঃ নীতি যে ধর্ম্ম ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না,—ইহাও সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার বিশেষ ব্যাবৃত্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক, ধর্ম্ম কিরূপে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, এবং রাজনীতি কিরূপ ধর্ম্মকে নিয়মিত করে, তাহা তত স্পষ্ট বা তত সহজ বোধ্য নহে।

সমাজের প্রথম অবস্থায় ধর্ম্ম ও রাজনীতি অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত ছিল। সমাজের উৎপত্তি—জাতির সৃষ্টি ধর্ম্মমূলক, এবং এই নবসৃষ্ট জাতির প্রধান প্রথম কার্য্যই সমাজ গঠনার্থ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা। সমাজের শৈশব অবস্থায় যখন প্রত্যেক পরিবারের পতিই সেই পরিবারের রাজা এবং ধর্ম্মযাজক ছিলেন,—তখন তাঁহার আজ্ঞাতে রাজনীতির অনুশাসন ও ধর্ম্মের আদেশ উভয়েই মিশ্রিত ছিল। তার পর যখন পরিবার বৃদ্ধি সহকারে গোষ্টির

Odessa and Warsaw. All these places possess censors, and most of them one or two daily independent newspapers, whose articles have to be submitted for revision three clear days before going to print "(*The Russians of Today*—p p 112-13)

এত গেল সংবাদ পত্রের দুর্দ্দশার কথা। গ্রন্থাদিরও সেই একই দশা। এই পরিব্রাজকই তাঁহার পুস্তক বিক্রেতার কোনও নূতন গ্রন্থ প্রচারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

Three months is the shortest time that can elapse before he gets back his manuscript, more or less embellished with corrections in red pencil , but sometimes six months slip by, for the censors have a great deal to do" (*Ibid.*)

এই অবস্থায় যে রুশে জ্ঞানোন্নতি অসম্ভব, এই কারণেই যে রুশের সাধারণ লোকেরা শিশুর মত অজ্ঞান, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

উৎপত্তি তখনও গোষ্টিপতি স্বয়ং রাজা ও প্রধান পুরোহিত—রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির জীবন্ত আদর্শ। তার পর জাতির উৎপত্তি—তাহার প্রধান ভাব ধর্ম্ম। ধর্ম্মের একতাই বিভিন্ন গোষ্টির একত্বের মূলভিত্তি। আদিম সমাজের প্রধান বন্ধন রজ্জু ধর্ম্ম। তখন স্বদেশ ও স্বদেশহিতৈষণা ভাবের জন্ম হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্মভাবের জন্ম হইয়াছে—এবং এই ধর্ম্মভাবই তখন সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তখন ধর্ম্মের সঙ্গে রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

ধর্ম্মভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয় মনের অপর সর্ব্ব প্রকারের ভাব পরিমিত ও পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক ভাবেও ধর্ম্মমত সংক্রামিত হইয়া, কোথাও বা অত্যাচার বৃদ্ধি, কোথাও বা শাসন সংস্কার ঘটাইযাছে। পিউরিটান ধর্ম্মের দ্বারা অর্দ্ধ জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম ভারত ও তুরস্কে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব্ব করিয়াছে,—এক স্থানে ব্রাহ্মণ প্রভাবে, অন্যত্র এফেন্দির তাড়নায়। ক্রুসেদের দ্বারা উরূপার রাজনৈতিক অবস্থার কি অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? বর্ত্তমান সভ্য জগতের শিরোভূষণ আমেরিকাতেও রাজনীতির উপর ধর্ম্ম কত আধিপত্য ভোগ করিতেছে।*

* সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মসো টকুযাভিল্ (M Alexis de Tocqueville) লিখিয়াছেন,—"Every religion is to be found in juxtaposition to a political opinion which is connected with it by affinity If the human mind be left to follow its own bent, it will regulate the temporal and spiritual institutions of society upon one uniform principle, and man will endeavonr, if I may use the expressioon, to harmonise the state in which he lives upon earth with the state which he believes to await him in heaven The greatest part of British America was peopled by men who, after having shaken off the authority of the Pope, acknowledged no other religious supremacy, they brought with them into the new world a form of Christianity which I cannot better describe than by styling it a democratic and republican religion. This sect contributed powerfully to the establishment of a democracy and a republic, and from the earliest settlement of the emigrants politics and religion contracted an alliance which has never been dissolved. (*Democracy in America*—P. 304).

আইন কানুন বিধিবদ্ধ করা রাজনীতির কার্য্য, এবং আইন কানুনের উপর ধর্ম্মের প্রভূত আধিপত্য। দেশাচার হইতে আইনের সৃষ্টি, এবং প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম সংস্কার সমূহ ধর্ম্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। ভারতে হিন্দুর রাজনীতি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজা প্রজার সম্বন্ধ, প্রজাদিগের অধিকার, প্রজাগণের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক সমুদায়ই প্রাচীন হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসূত্ররূপে লিপিবদ্ধ। ইহুদিদিগেরও রাজনীতি তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেই লিপিবদ্ধ। রাজার দেবত্ব ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফল।)

(নীতির সঙ্গে রাজনীতির সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সামাজিকগণের চরিত্র গঠনে রাজনীতি প্রভূত আধিপত্য ভোগ করিয়া থাকে।*) এক এক খানি আইনের দ্বারা এক একটী সমাজের কত অনিষ্টপাত হয়, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ইংলণ্ডে Poor Laws দ্বারা সাধারণ লোকের চরিত্র নিরতিশয় হীন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে গৃহস্থেরা আপনাদিগের ইচ্ছামত যার যেরূপ খুসী গরিবদিগকে দান করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে গরিবদিগের প্রতিপালনার্থ রাজস্ব আদায় হয়,—এই রাজস্বকে poor rate অথবা দরিদ্রকর বলে। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রত্যেক গ্রামে বা প্যারিশে এক একটী দরিদ্রাবাস নির্ম্মিত হয়, এবং যখন যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখনই সে এই আবাসে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভবিষ্যতের জন্য সাধারণ লোকেরা আর বড় অর্থ সঞ্চয় করে না। বার্দ্ধক্যে জরা-

(* It is clear that the right conduct for any member of society depends to a great extent on what others expect him to do, and what he may reasonably expect them to do, and all such expectations are largely determind by law. In such cases the definition of moral duty seems to be dependent on and posterior to the determination of legal obligation.) But further, from an egoistic point of view, it may seem that the reasonableness of observing any rules must depend on the consequences to oneself of observing or not observing them and that legal penalties are likely to be decisive in the consideration; so that egoistic morality will practically depend altogether on Law,—so far as the scope of Law extend—*Professor Sedgewick.*)

গ্রস্ত হইলে দরিদ্রাবাসই তাহাদের বাসগৃহ হইতে পারিবে, এই আশাতেই তাহারা স্বস্থতায় উপার্জ্জিত ধনে সুরাপান প্রভৃতি কদাচারে গা ঢালিয়া দেয়।*

আবগারী আইনের দ্বারা এদেশের লোকের নীতি কি পরিমাণে দূষিত হইতেছে, তাহা সর্ব্ব বিদিত। ইংরাজের সাক্ষীর আইনদ্বারা এবং তাঁহাদের জটিল ও কূট কার্য্যবিধির কৃপায় এদেশে যে লোককে অল্পাধিক পরিমাণে অসত্যবাদী করিতেছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আবগারী আইনে ইংলণ্ডের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে। রুশের আবগারী আইনে সে দেশের লোকদিগকে জোর করিয়া যেন সুরাপায়ী করিয়া তুলিতেছে।†

এইরূপে রাজনীতি দ্বারা সামাজিকগণের নীতি কি যে পর্য্যন্ত দূষিত হইতে পারে, তাহার শত শত অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সভ্য জগতের ইতিহাসেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

মোট কথা এই—জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, ইহারা সকলে একে অন্যে হস্ত ধারণ করিয়া, একে অন্যের উপর সতত নির্ভর করিয়া চলে। ইহাদের

---

* Poor Law দ্বারা ইংরাজের নীতি কিরূপ দূষিত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করিয়া একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"A large proportion of the poorest class look upon self-denial as folly, because, however wicked, improvident, or idle a man may have been, though he may have spent liberal wages in dissipation, yet so soon as he has spent all and qualified himself by self-made destitution, he can claim as his legal right food, raiment, and shelter for himself and his family at the cost of his frugal and industrious neighbours." (Peak's Social wreckage—p 8)

† একজন পরিব্রাজক লিখিতেছেন,—

About a dozen years ago, liquor traffic was farmed out by Government to speculators, who abused their monopoly to sell vodki at exorbitant rates. The peasantry, knowing that there was a tariff which was only eluded by connivance with the provincial authority whom the monopolists bribed, banded themselves into temperance societies, with a view to forcing down the prices. Hereupon the farmers complained to Government, and the teetotal leagues were dissolved as illegal secret societies" (The Russians of Today—p 29)

সমঞ্জসীভূত উন্নতিরই নাম সামাজিক উন্নতি। সমাজ সংস্কার ইহাদের র একসঙ্গে সংস্কার সাধনের নামান্তর মাত্র। যাহারা সমাজ বা ধর্ম্ম :কর খ্যাতি ও পদমর্য্যাদা লোভী হইয়া, রাজনীতির নামে ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত ভয়ে কর্ণে হস্ত প্রদান করেন, তাহারা সমাজ-শরীরের জীবন-গতি পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃত সংস্কার যদি করিতে চাও, তবে গে সমাজের এই প্রধানতম শক্তি চতুষ্টয়ের সংস্কারব্রতে ব্রতী হইতে নতুবা একদেশদর্শী সংস্কার-চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

সন্ন্যাসী-গায়ক।

[স্থান গিরিশিখর, সম্মুখে কুটীর, পদতলে নির্ঝরিণী।]

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল!
হায় রে সে রূপরাশি,
যেন স্বপনের হাসি
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবেনা আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!"

বৃত্রসংহার।

১

সায়াহ্ন গগন গায়
ভানু অস্তমিত প্রায়,
স্থিরশোভা ধরিয়াছে সকল ভুবন,
দেখিতে দেখিতে আলো
নীরবে নিভিয়া গেল,
অটল অচলে রবি করিল শয়ন।

২

মৃদুল সমীর ধীরে
পরশি নির্ঝর নীরে
সোহাগে কাঁপায়ে, সুখে কাঁপিল আপনি,
লতিকা তরুর গলে
পবন পরশে দোলে,
হাসে তরু, ভাসে সুখে প্রণয় কাহিনী।

৩

বিহগ বিহগী সনে
পশিছে আনন্দ মনে
আপন কুলায়,—বসি ধরিল সঙ্গীত,
ক্লান্ত বসুধার প্রাণ
শীতলি মধুর গান,—
শৃঙ্গে শৃঙ্গে সমীরণ বহিছে সে গীত।

৪

শান্তির আশ্রম যেন
সকলি নীরব হেন,
সায়াহ্ন গিরির শোভা নয়ন রঞ্জন,
শিরোপরি নীলাম্বর
অসীমতা মগ্ধকর
পদতলে বসুমতি পুলকে মগন।

৫

হেন সান্ধ্য গিরিশিরে
একটী যুবক ধীরে
আরোহি, বিষণ্ণ আঁখি করি প্রসারণ
নিরখিছে শোভারাশি
চিন্তার সাগরে ভাসি
সান্ধ্য-প্রকৃতির সনে ঢালিয়া জীবন।

৬

প্রশান্ত ললাটে তার
চিন্তার শতেক ধার
বিশাল লোচনদ্বয় বিষাদে জড়িত,
বরণের গৌর আভা,
বদনে গাম্ভীর্য্য শোভা
নিরাশার চিহ্ন তাহে রয়েছে অঙ্কিত।

৭

নিরজন গিরিশিরে
একটী কুটীর হেরে
ক্ষণেক ভাবিল যুবা অনন্য হৃদযে,
"অভাগার মত কেহ
ছাড়ি পরিজন গেহ
রয়েছে কুটীরে নিত্য যাতনা সহিয়ে?

৮

"কেবা সে পর্ব্বতবাসী
সহি হিম তাপরাশি
একাকী বিজনে হায় যাপিছে জীবন,
ইচ্ছাকরে কাছে গিয়া
দুঃখ রাশি জিজ্ঞাসিয়া
অসুখের অশ্রু তার করি নিবারণ।

৯

হায় আমি।
"জীবন-বসন্তে কেন
উদাসীন হয়ে হেন
পথে পথে নিরন্তর করিছি ভ্রমণ,
অনশনে দিন যায়
কেবা আর মুখ চায়,
ছিঁড়িয়াছি সাধ করি স্নেহের ব

১০

"যে জ্বালা হৃদয়ে লয়ে
যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে
সহিতেছি অনুদিন যাতনা অপার,
শান্তির আলোক ধার
অশান্ত হৃদয়ে আর
বরষিয়া না জুড়ায় এতীব্র আধা৲

১১

চিন্তার লহরী গুলি
চঞ্চল তরঙ্গ তুলি
বিপ্লাবিত করিলেক যুবার হৃদয়,
বিষাদ নয়ন ধার
অজানিতে শতবার
বিন্দু বিন্দু নেত্রকোণে হইল উদয়।

১২

শূন্যমনে ক্লান্তিভরে
শ্যাম দূর্ব্বাদল পরে
বসুধা হৃদয়ে যুবা লইল আশ্রয়,
চন্দ্রিকা-বসন পরি
অলক্ষিতে বিভাবরী
নীরবে নিদ্রার সহ আসিল ধরায়।

১৩

শান্তিময় চারিধার
একটী নিস্বন তার
পশিলনা যুবকের শ্রবণ ভিতর,
সিকত নয়নদ্বয়,
সকলই শূন্যময়,
চাহেনা বিষাদে যুবা গগনউপর।

১৪

চঞ্চল চিন্তার স্রোতে
ভাসি, দৃষ্টি অবনীতে
নামাইয়া, পুনঃ যুবা করিল দর্শন,
নির্ম্মল নিঝরজলে
মৃদুল হিল্লোলে দোলে
তারা, বিভাসিত অনন্ত গগন।

১৫

গিরিতলে নিঝর
শুভ্রশোভা মনোহর
বহিছে রজত ধারে সুধা বরষিয়া,
তীরে বন ফুলরাশি
চন্দ্রমা কিরণে হাসি
আধ নিমিলিত আঁখি, রয়েছে ফুটিয়া।

১৬

দীর্ঘতরু ফুলরাজি
কৌমুদী কিরণে সাজি
উচ্চমহীধর শিরে, নীরবভাষায়
হৃদয় বিমুক্ত করি
বিভুর মহিমা স্মরি
সানন্দে মিলিত তানে তাঁর গুণ গায়।

১৭

অপার্থিব শোভা সব
মাধুরী জড়িত ভব
নিরখিয়া যুবকের ভাসিল হৃদয়,
একটী চিন্তার পরে
চঞ্চল লহরী ধরে
গত কথা স্বপ্ন সহ হইল উদয়।

১৮

কাঁপাইয়া নীলাম্বর
ভাসাইয়া মহীধর
মধুর সুতীব্র কণ্ঠে ধরিল সঙ্গীত
যুবা, সুধা বরষিয়া
গিরিশির নিনাদিয়া,
নিদ্রিতা বসুধা প্রাণে মিশিল সে গীত।

১৯

যুবার বিষাদ গানে
অম্বরে তারকা প্রাণে
নীরবে করিল যেন দুঃখের সঞ্চার,
নিশার নীহার ধারে
ভাসি নীল পারাবারে
বরষি লোচন নীর ভাসা'ল সংসার।

২০

তারকা নয়নে নীর,
প্রকৃতি গম্ভীর ধীর,
সিকত সে অশ্রুধারে নিশীথ ধরণী,
সমীর উচ্ছ্বাস তুলি
সে দুঃখ সঙ্গীতে মিলি
গাইল কম্পিত করি নৈশ প্রতিধ্বনি।

২১

ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া
চন্দ্রকর মিশাইয়া
প্রতিধ্বনি সেই কণ্ঠ লইল কুটীরে,
কুটীর বাসিনী বালা
সহিছে অনন্ত জ্বালা,
এ গীত পশিল তার মরম মাঝারে।

২২

ভগন হৃদয় তার
আঘাতিল বার বার,
অভাগিনী শূন্যমনে কুটীর ছাড়িয়া
বাহিরে আসিল যবে,
কিরণ-প্রপাত ভবে
ক্ষণেক দেখিল বালা, নীরবে চাহিয়া

২৩

শোভার তরঙ্গে আজি
মহীধর, তরু রাজি
ভাসিয়া যাইছে সব, হাসে শশধর,
দুঃখিনী হৃদয়ে কেন
মোহের ছলনা হেন,
নৈরাশ্য-জলদ-মাখা যাহার অন্তর।

২৪

শূন্য অচলের শিরে
মানব মূরতি হেরে
ধীরে ধীরে চলে বালা নিকটে তাহার,
দাঁড়াইয়ে ক্ষণতরে,
নিরখিল আঁখি ভরে,
উথলিল অভাগীর স্মৃতি পারাবার।

২৫

"গায়ক সন্ন্যাসী হায়।
কি আশা আমার তায়?
আমার হৃদয়নাথ বলিব কেমনে?"—
বলিয়া মূর্চ্ছার ঘোরে
পড়িল ধরণী পরে
সমর্পিয়া দেহভার যুবার চরণে।

২৬

যুবার চকিত আঁখি
হিমাংশু কিরণ মাখি
পতিত হইল সেই বদন উপরে,
ঘুরিল মস্তক তার,
শূন্যময় চারি ধার,
দেখিল সে মুখ যুবা আপন অন্তরে

২৭

নীল পদ্ম পর্ণ আঁখি
শোভার মাধুরী মাখি
সৌন্দর্য্য কিরণে ভাসি মুদিত হইয়া,
পাংশু বদনের পরে
সুঅলক থরে থরে,
চন্দ্রমা বিভায় খেলে লহরী ধরিয়া।

২৮

শোভার প্রতিমা হেরে
যুবক নয়ন নীরে
ভাসিল, সে অশ্রুধারে হৃদয় তার
গলিয়া, লোচন দিয়া
অশ্রু-রূপে বিগলিয়া
করিল বিশুষ্ক প্রেমে জীবন সঞ্চার।

২৯

"আমার প্রতিভা হায়।
আজি কি পাইব তায়?—"
বলি যুবা, নিরঝর সলিল আনিয়া
আদরেতে বার বার
সিক্ত করি মুখ তার,
আপন জীবন, প্রেমে দিলরে ঢালিয়া,—

৩০

কহিল তখন,
"তোমার প্রণয় তরে
যে যাতনা প্রাণে ধরে
হতাশ হৃদয়ে আমি ছাড়িয়া সংসার,
ভ্রমিতেছি দেশে দেশে,
কত দুঃখ, কত ক্লেশে
দিন যায়, এ যাতনা কি কহিব আর?

৩১

"প্রতিভা, প্রতিভা মম,
প্রাণ হতে প্রিয়তম,
উঠ প্রিয়ে, ধরা-শয্যা করি পরিহার,
সুদীর্ঘ বরষ পরে
আজি বিধি দয়া করে
মিলাইল তোমা ধনে, কহ একবার—

৩২

"ভালবাস অভাগায়,
এ বিষাদ যাবে হায়।
নিরাশ হৃদয়ে হবে আশার সঞ্চার,
সেভূমি ছাড়ি কেন,
কী অচলে হেন,
স: য ত্যজিছ কিলো বিরহে আমার?

৩৩

সে কথা তোমার মুখে
শুনিয়া ভাসিব সুখে,
বিগত জীবন আজ যাইব ভুলিয়া,
নীরজ নয়ন খুলি
মানসে লওলো তুলি,
তোমার পরশে প্রাণ রহিবে বাঁচিয়া"।

৩৪

মূর্চ্ছাভঙ্গে প্রাণপতি
হেরিয়া, কম্পিত সতী
সরিল না বাক্য আর, চাহিয়া বদন
হেরিল অতৃপ্ত হয়ে,
আনন্দ উচ্ছ্বাস সয়ে
রহিল না প্রাণ তার এ বিশ্বে তখন।

৩৫

খুলিল স্বর্গের দ্বার
পবিত্র জীবন তার
প্রবেশিল অমরায়, বিমল কিরণে
মিশিল প্রতিভা, হায়!
পাইয়া আবার তায়
হারাইল, হতভাগা ক্ষণিক মিলনে।

৩৬

সতীর সম্মান তরে
দেবের আশীষ বরে
জনমিল পল্লবিত তরু মনোহর
সেই গিরি শিরোপরে
প্রতিভার মৃত্যু পরে,
পতিব্রতা এজগতে অনন্ত অমর।

৩৭

দিবস রজনী হায়!
গগন বিদারি গায়
সেই তরু পদ-মূলে গায়ক সন্ন্যাসী,
শূন্যে শূন্যে ভাসে গীত,
শুনিয়া চকিত চিত—
পথিক, ব্যথিত প্রাণে বুঝে দুঃখরাশি।

শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী।

ব্রাহ্ম সমাজত্রয়ের মিলন।*

প্রকৃত মিলন সম্ভব কিনা।

১৩ শুভক্ষণে বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র "আলোচনাতে" "সাড়ে তিনটা ব্রাহ্ম দলকে একতার বন্ধনে বদ্ধ" করিবার আলোচনা তুলিয়াছেন। কারণ, বিগত মাঘোৎসব হইতেই আদি, সাধারণ ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নববিধানবাদী ব্রাহ্মসম্প্রদায়ত্রয়কে মিলনের জন্য ব্যগ্র হইতে দেখা যাইতেছে। এই মাহেন্দ্র ক্ষণে এ আন্দোলন আশাপ্রদ বটে। আমার বিবেচনায় আলোচনার কলেবরে ইহার আলোচনা—বাদানুবাদ সম্ভবপর বা উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর জন্য যখন ইহার পত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তখন তাহার সপক্ষে বিপক্ষে অন্যের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহাও বলিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে নির্ভর করিয়াই অতি সং আমার বক্তব্য দুই একটী কথায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"সাড়ে তিনটা দল" বলিতে আমরা এই বুঝিয়াছি—আদি এক, সাধারণ এক, আর নববিধান দেড়। এই সাড়ে তিন দলের একীকরণ বা মিলন সম্ভবপর কিনা, ইহার আলোচনা করিতে গেলেই, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, দেখা উচিত। "একেশ্বরে বিশ্বাস, মধ্যবর্ত্তিবাদে অবিশ্বাস, উপাসনা প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার"—এইরূপ কয়েকটী মূলমতে বিশ্বাস করিলে এবং নীতিপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হইলেই একজন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন। এই কয়টীতে বিশ্বাস করিতে গেলেই "মনুষ্য নির্ব্বিশেষে সমুদায় নরনারী ভ্রাতা ভগিনী, সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সকলের সমান অধিকার" ব্রাহ্মকে এরূপ আরো কয়েকটী মতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদিগকে আর একটি বিষয় দেখিতে হয়,—প্রত্যেক সমাজের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠাকালে সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে যে ট্রষ্ট ডিড্ খানা পঠিত ও প্রোথিত হয়, তাহা

* এই বিষয়টী অতি গুরুতর সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোচনার স্তম্ভ তাহার আলোচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থান কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বমাসের পত্রিকায় একটু অনবধানতা বশতঃই নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছিল। যাহাহউক আলোচনায় এই বিষয়ে অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিয়া আর বেশী আলোচনা করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে আর এ বিষয়ে প্রতিবাদ গৃহীত হইবে না, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখপত্রই এই আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

কার্য্যে পবিণত হইতেছে কিনা? আমাদেব মতে এই সাড়তিনটী দলে এই কয়টী মূলমতে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তবে ইহাদেব মধ্যে প্রকৃত মিলনের কোন অন্তরায় নাই এবং থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মেব ব্যক্তিগত ভাব ও মনোমালিন্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সকলের এক মহা সম্মিলনেব জন্য—প্রয়াগতীর্থ স্থাপনেব নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত।

তবে এখন ব্রাহ্মধর্ম্মেব কয়টী মূলমত ও প্রত্যেক সমাজেব ট্রষ্টডিডেব কথা লইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ, ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান সমাজ ও সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালীর বিচাবে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। নগেন্দ্র বাবু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজেব সহিত সাধাবণ ব্রাহ্ম সমাজেব কেবলমাত্র দুইটী বিষয়ে পার্থক্য আছে। তাহা এই—(১) একমাত্র
…ৃ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আদি সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক মত গ্রহণ করিয়া
ব্যতীত অপব কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ ব্রহ্মবাদী হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম
…া গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ, (২) জাতিভেদ-পোষক চিহ্ন ধারণ ও ক্রিয়া
…দিব অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরেব পিতৃত্ব ও মানবেব ভ্রাতৃত্ব কার্য্যতঃ
…ব করিতেছেন। সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের মধ্যে
এক "নববিধান ব্যতীত" নগেন্দ্র বাবু আব কোন পার্থক্যই দেখিতে পান নাই। তিনি ববং এ কথাই বলিয়াছেন যে, "ভাবতবর্ষীয ব্রাহ্মসমাজেব অবস্থা দশ বৎসব পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাবই নাম সাধাবণ ব্রাহ্ম সমাজ"। সুতরাং আদি ব্রাহ্মসমাজেব সহিত সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজেব যে পার্থক্য, ব্রাহ্মধর্ম্মেব "নববিধান" নাম ছাড়িয়া দিলে আদি বাহ্মসমাজেব সহিত নববিধান সমাজেরও সেই একই পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। তবে এখন দেখা যাক, এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজেব সহিত সাধাবণ ও নববিধান সমাজদ্বয়েব পার্থক্য ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মেব মূলমতগত পার্থক্য কিনা?

অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, বৈদান্তিক ধর্ম্ম আব ব্রাহ্মধর্ম্ম এক নহে। এবং হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক সত্য আছে, সেইরূপ জগতের অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে। সুতবাং ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে একমাত্র "হিন্দুভাবে"—"ভারতের ধর্ম্মরূপে" যজন যাজন করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদারতা বিনষ্ট হইবে, জগতের ধর্ম্মকে জাতি ও দেশ বিশেষেব ধর্ম্ম করা হইবে। তাব-

পব জাত্যভিমান বজার বাখিতে গেলে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার কবা হয়। স্নুতবাং ব্রাহ্মধর্ম্মেব মূল মতে আঘাত পড়ে, অব্রাহ্মের কার্য্য হয়। ইহাতে থিয়ডোর পার্কাব, মার্টিনু প্রভৃতি বিদেশী মহাত্মাবা একেশ্ববাদী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে পাবেন না। যে ধর্ম্মকে আমবা জগতেব ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস কবি, তাহাকে একপ সংকীর্ণতব সীমায় বদ্ধ কবিতে কোন উন্নতিশীল ব্রাহ্মই বোধ হয় ইচ্ছা কবিবেন না। সমুদায় ধর্ম্মেব "সাব-ধর্ম্মই" (আদি ব্রাহ্মসমাজেব সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বসুজ মহাশয় এই আলোচনাতেই গত বর্ষে যেরূপ প্রদর্শন কবিয়াছেন) যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, তবে আব দেশ কাল পাত্রাপাত্র ভেদ থাকে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, নগেন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজেব সহিত একযোগে কাজ কবাব যে সকল উপায নির্দ্ধাবণ কবিযাছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেও উক্ত সমাজেব সহিত অপব সমাজদ্বয়েব প্রকৃত মিলন হইতে না,—মূলমতগত যে পার্থক্য তাহা রহিয়া যাইতেছে, স্নুতরাং এ বাহিবেব মিলন।

তাবপব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজেব মিলনেব কথা। ধর্ম্মকে ঈশ্বরের "বিধান" (Dispensation) বলিতে বোধ হয় আদি, মধ্য, কোন ব্রাহ্মসমাজেব লোকেবই আপত্তি না থাকিতে পাবে। তবে দশ পাঁচ জন লোক এমনও থাকিতে পাবেন, যাঁহাবা ধর্ম্মকে ঈশ্ববেব বিধান বলিতেও হয়ত কুণ্ঠিত। একপ লোকেব সংখ্যা বোধ হয় অধিক হইবে না। কোন ধর্ম্মের মধ্যে যতটুকু সত্য আছে, সেই টুকুই ঈশ্ববেব বিধান—সমুদায ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও যতটুকু সত্য আছে, তাহাই ঈশ্ববের বিধান। আজ যাহাকে আমরা সত্য বলিতেছি, ধর্ম্মবির্ত্তনে কালে হয়ত তাহাই অসত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিব উন্নতিশীল, স্নুতবাং জগতে যে কালে যে সত্য বিকাশিত হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমবা বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন যাহা মত তাহা সত্য. তাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈশ্বরেব বিধান বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু "বিধান" বলিতে আপত্তি না থাকিলেও "নববিধান" বলিতে সাধারণ ও আদি সমাজেব সকলেবই আপত্তি আছে, এবং থাকার কারণও আছে। নগেন্দ্র বাবু যাহাই কেন বলুন না, কেশব বাবু যে সকল ক্রিয়া কলাপ কবিয়া গিয়াছেন, তাহা নববিধান সমাজেব রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত বিধানবাদী বিভাগের কার্য্যকলাপ তাহার সাক্ষ্য। এখনই তাঁহাদের

কার্য্য কলাপে যে সকল কুসংস্কার ঢুকিয়াছে, কালে যে ইহাতে আর কুসংস্কার ঢুকিয়া ইহাকে একটী উপধর্ম্মে পরিণত করিবে, তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ হইতে পারে? আবার নগেন্দ্র বাবু বলেন, "প্রাচীন সময়ে ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরের যে সকল ক্রিয়া হইয়াছে, তৎ সমুদায়ের নাম প্রাচীন বিধান, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার ক্রিয়া বলিয়াই ইহা নববিধান বাচ্য হইয়াছে"। নববিধান মানিতে গেলেত প্রাচীন বিধান মানিতেই হইবে। নগেন্দ্র বাবু কিংবা নববিধানী বন্ধুগণ কি তবে বলিতে চান যে, প্রাচীন সময়ে ধর্ম্মজগতে যতপ্রকার ক্রিয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের বিধান? শাণিতকৃপাণহস্তে মহম্মদের নরশোণিত পাতের আদেশ, খ্রীষ্টধর্ম্মে পোপদিগের অত্যাচার ও রোমানক্যাথলিকদিগের উপর প্রোটেষ্টাণ্ট দিগের নিষ্ঠুরতা, হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ ও যাগ যজ্ঞাদি, সকলই ঈশ্বরের বিধান? তাহাহইলে যে আর ঈশ্বরের বিধান অবিধান কি, তাহার ভেদাভেদ থাকে না—তাহা হইলে যে অদ্বৈতবাদীদিগে ন্যায় বলিতে হয় "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"!! তাই বলিতে ছিলাম, প্রাচীনকালে ধর্ম্মজগতে যে সকল ক্রিয়াকলাপ হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের বিধান নহে—তাহাতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের ব্যক্তিগত মত, ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অজ্ঞানতা জড়িত রহিয়াছে, এবং অধুনাও ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ভ্রান্তমত ঢুকিয়া ইহাকে উপধর্ম্মে পরিণত করিয়া শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিতে বসিয়াছে।

আর একটী কথা। ঈশ্বরের বিধান যাহা, তাহা আবার নূতন পুরাতন কি? ঈশ্বরের যা বিধি, তা চিরকালই এক। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে "নববিধান" নাম দিতে গেলেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগকে প্রাচীন বিধান অথবা এক একটা বিধানবাচক স্বতন্ত্র নাম দিতে হয়। আবার তাহাদিগকে বিধান নাম দিতে গেলেই তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু সত্য বা অসত্য আছে, তৎসমুদায়কেই ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তবে কি মনে করিব, ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে যতপ্রকার ধর্ম্মমত জগতে প্রচারিত হইয়াছে,তাহার প্রত্যেকের প্রত্যেকটী মতই ঈশ্বরের বিধান? তাহা হইলে যে ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়।—তাহা হইলে যে ব্রাহ্মকে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিতে হয়। অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু মানিতে গেলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে আঘাত পড়ে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে অভিহিত করা আর ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি পরি-

বর্ত্তন করা, এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম দিলেই অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় ইহা উপধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, এবং এখনই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে অভিহিত করিলে তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব বিনষ্ট হয়, তাহাকে উপধর্ম্মে পরিণত করা হয়। বিধানবাদীগণ আর একটী কথা এই বলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম দিয়া আমরা জগতের সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছি এবং তত্তৎধর্ম্মের সাধক ভক্তদিগকে আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছি। আমরা বলি, ইহাতে নববিধানের নূতনত্ব কিছুই নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিতেই ইহা নিহিত রহিয়াছে। নববিধান প্রচারের পূর্ব্বেই এসকল মত ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব "নববিধান" নাম রাখিতে গেলে উভয় সমাজের মধ্যে প্রকৃত মিলন সম্ভব নহে।

তার পর উদারতার কথা। নগেন্দ্র বাবু বলেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের যাহা..ন, করিবার ছিল, তিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের জন্য ... কারণ কেহ তাঁহাকে কটু কাটব্য বলিও না, গালাগাল দিও না। আমরাও কটু কাটব্য বলা বা গালাগাল দেওয়া সুরুচিসঙ্গত নহে। তবে তিনি যেসকল মত ও ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট করাইয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধান নাম দিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে কি অন্যায় করা হইবে, না তাঁহাকে গালাগাল দেওয়া হইবে? ইহা যদি নববিধানবাদী বন্ধুরা সহ্য করিতে না পারেন, তবে মিলনত দূরের কথা, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করার আশাও বৃথা। নগেন্দ্র বাবু আদ্যন্ত আপনার গা বাঁচাইয়া চলিয়াছেন। যত দোষ ত্রুটী সমস্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। আপনাদের দোষ ত্রুটীর একটী কথাও উল্লেখ করেন নাই। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়েরা ব্যক্তিগত ও সাধারণ ভাবে পুস্তক ও পত্রিকায় যথা অযথারূপে আক্রমণ করিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া বোধ হয় তাঁহারাই এখন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইবেন। এই মিলনের আন্দোলনে আমরা সেই সকল পুরাতন কাহিনী আর তুলিব না।

নগেন্দ্র বাবু বলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদী লইয়া সম্প্রতি যে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। * * * * যাঁহার বেদীতে

বসিবার ইচ্ছা হইবে না, তিনি বসিবেন না, যিনি বসিতে চান, তিনি বসিবেন, এইরূপ নিয়ম করাই শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী ভাল; অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এ বিরোধ ঘটিত না"। নগেন্দ্র বাবুর এই কয়টী কথায় আমরা একেবারেই সায় দিতে পারিলাম না। তিনি যাহা'কে "অতি সামান্য" বলেন, আমরা তাহাকেই "অতি গুরুতর" বলি। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিডের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইতেছে। ট্রষ্টডিডে আছে— "এখানে (মন্দিরে) কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিংবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে প্রার্থনা স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষ ... স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। ... কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর প্রণীত বা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা ... হইবে না"। এই বেদী শূন্য রাখিয়া স্বতন্ত্র বেদীতে বসিয়া উপাসনা করাতে ইহা বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণার্থ চিহ্নরূপে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথমতঃ এই হেতুতেই বেদী শূন্য রাখিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। আবার উৎসবাদির সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের গুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া যে সকল সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা পদে পদে ট্রষ্টডিডের অবমাননা হইতেছে। এবারও ভাদ্রোৎসবে যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, তাহা ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পরন্তু "যাঁহার বেদীতে বসিবার ইচ্ছা হইবে না, তিনি বসিবেন না"—এটী কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; কিন্তু "যিনি বসিতে চান, তিনি বসিবেন"—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী ভাল" বলিয়া নগেন্দ্র বাবু যতই কেন বলুন না, ইহা যে কোন কালেও কার্য্যে পরিণত হইবে, আমরা কেন নগেন্দ্র বাবুও বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করেন না। তাহা হইলে আর প্রতাপ বাবু ইচ্ছা সত্ত্বেও বেদীতে বসিতে পাইতেছেন না কেন?

এই সকল কারণেই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের যে অসম্মিলন, তাহা ব্যক্তিগত বা কার্য্যগত নহে,—মতগত। এই মতগত পার্থক্য যতদিন না দূর হইতেছে, ততদিন এই তিন সমাজের "সাড়ে তিনটী দলের" মিলন কিছুতেই সংসাধিত হইতেছে না। তবে যে সকল বিষয়ে একযোগে কাজ করা

যাইতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদ্ভাব স্থাপন ও বর্দ্ধনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি।

তারপর আদান প্রদানের কথা। পাত্র পাত্রীকে যদি স্বামী স্ত্রী মনোনয়নের ভার দেওয়া হয়, তবে কেবল ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা কেন, অপরাপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পরের বিবাহাদি হইতে পারে। এবং বিবাহাদি কার্য্য এরূপ প্রশস্ততর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে "নবসংহিতার" সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যদি তাহাতে আপত্তি-জনক কোন অংশ না থাকে, তবে তদনুসারে কার্য্য হওয়া যেরূপ দূষ্য নহে, তদ্রূপ তদনুসারে কেহ অনুষ্ঠানাদি করিতে ইচ্ছা না করিলেও বিধানবাদী বন্ধুদিগের মনক্ষুণ্ণ বা আদান প্রদানে অসম্মত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। পাত্র পাত্রী মিলিয়া যে পদ্ধতি অনুসারে কি যে আচার্য্যের দ্বারা বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করি[illegible] তদনুসারে অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই বোধ হয় এ সকল গোলযোগের থাকিবে না।

এটি দুই কাজের কথা।

একে তিন, তিনে এক, একথা সকল দেশেই প্রসিদ্ধ আছে। তবে ব্রাহ্মসমাজে ইহা খাটিবে না কেন? এক ব্রাহ্মসমাজ হইতে ক্রমে তিন ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এক্ষণে তিনের মধ্যে মিলন ভূমি কোথায়, তাহা আবিষ্কার করা উচিত। পৃথিবীতে সকল তত্ত্বেরই যদি মীমাংসা থাকে, এবং তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য যদি তত্ত্বদর্শীদিগের চেষ্টা হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্বেরও অবশ্য একটি মীমাংসা আছেই আছে। হিন্দু, যবন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের মধ্যে যেখানে যেখানে একতার স্থল বর্ত্তমান আছে, তথায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সম্মিলন এবং সদ্ভাব স্থাপনার্থ আমরা সকলে প্রয়াসী, কিন্তু ঘরে ঘরে মিলনের জন্য কেন তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহা এক কঠিন সমস্যা। ঘরের লোক পর হইলে কি সে এমন শত্রু হয়, যে তাহার সঙ্গে আর কোন বিষয়েই মিলিবে না? ইহা অতি দুঃখের বিষয়। যাউক, আর দুঃখ করিবার সময় নাই, প্রত্যেক সমাজের স্বাধীনমত, স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে মিলন সম্ভব, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। সামাজিক সম্মিলন। প্রতিমাসে এক একটী সামাজিক সভা। অন্ততঃ তিন দলের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণের তাহাতে উপস্থিতি, নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ, সদালাপ, সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রস্তাব। এটি বড় সভা। তদ্ব্যতীত ছোট ছোট সভা, তাহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা, অবস্থা বিশেষে প্রার্থনা, সঙ্গীত। এইরূপে পরস্পরের সহিত ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইলে তাহা হইতে অনেক হিতকর কার্য্যের সূত্রপাত হইবে। উপরি উক্ত দুই প্রকার সভায় তিন দলের চিন্তা ও ভাবের সংঘর্ষণ এবং বিনিময় হইতে পারিবে।

২। সাধারণ হিতানুষ্ঠানে যোগ। কার্য্যযোগেতে পরস্পরের সহিত আরো ঘনিষ্ঠ যোগ বাড়িবে। এখন যে প্রকার বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে দলবিশেষের কোন বিশেষ চিহ্নিত কার্য্যে যোগের না নাই, কারণ তাহার ভিতরে বিশেষ মত আছে, সে সকল মতভেদের কিন্তু সাধারণ দাতব্য কার্য্যে,—দুর্ভিক্ষ নিবারণ, যুবাদিগের চরিত্র র, সাধারণ নীতি এবং ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, সকল বিষয়ে সমাজত্রয় এক সঙ্গে অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন।

৩। সামাজিক ক্রিয়ায় যোগ দান। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, নামকরণ, গৃহপ্রতিষ্ঠা ত্যাদি অনুষ্ঠানে সাধ্যানুসারে তিন দলের লোককে নিমন্ত্রণ করা। যদিও এরূপ কার্য্য পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু চলিত আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে হওয়া উচিত।

প্রস্তাবও দেখিতেছি শেষ তিনটিতে দাঁড়াইল। তিনের মধ্যে তবে বোধ হয় কিছু নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিবে। এরূপ প্রণালীমতে কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে, তাহা ফলদাতা বিধাতাই জানেন, কিন্তু আমাদের আশা হয়, ইহা দ্বারা ক্রমে ভিন্ন দলের ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশ্বাস, সদ্ভাব ও মিলনের ভূমি বিস্তৃত হইবে। এখন যে যে বিষয়ে মতভেদ কার্য্যভেদ আছে, তাহা যে একেবারে বিলুপ্ত হইবে তাহা নহে, কিন্তু বিরুদ্ধ মত এবং ভাব সকল তখন এমন এক উদার এবং দয়ার চক্ষে সকলে দেখিবেন, যাহাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট শিক্ষা পাইবেন। আপনার লোকের অন্যায় কার্য্য, বিরুদ্ধ মত যেরূপ কৃপাদৃষ্টিতে দেখা যায়, তখন সেই দৃষ্টিতে আমরা ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে দেখিব। অবশ্য ভয়ে ভয়ে হাতে রাখিয়া এই সকল প্রস্তাব করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক তিন দলের মধ্যে বিচ্ছেদ অপেক্ষা মিলনের ভূমিই অধিক প্রশস্ত।

ব্যক্তিগত অনৈক্য গণনা করিতেছি না, সমাজগত—দলগত অনৈক্য সম্বন্ধে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পাবে।

নোয়ার তরণী।

নোয়াব ক্ষুদ্র তবণী প্লাবনেব জলে ভাসিতেছে। শৃঙ্গ, কন্দব, উপত্যকা, অধিত্যকা সকলই জলময। নে য়া কি সপবিবাবে বক্ষা পাইবে?—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আকাশ ভেদ কবিয়া স্নন্দব কপোত চঞ্চুতে নবীন বৃক্ষশাখা বহন পূর্ব্বক নৌকাব উপব আসিয়া বসিল, এবং সেই সঙ্গে অকূল জলবাশির ভিতব সুসমাচাব অবতীর্ণ হইল। ঘটনাব প্লাবনে জনসমাজ ডুবিযাছে, তার উপরে ক্ষুদ্র আলোচনার তবণী ভাসিতেছে। প্রাণ থাকে কি যায, ঠিক নাই। ভাবনাকে পিঞ্জবমুক্ত কবি, দেখি অকূল জলে আশ্রয় কবিবাব কোনও পদার্থ পাওয়া যায় কি না? জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সদাচাব, সভ্যতা, সকলই ডুবি-উপক্রম হইল। ডুবে নাই কি? বাকি আছে কি? সকলই যদি যায়, জগৎ যদি মবে, একটী বস্তু কেবল অবশিষ্ট থাকে। সেই বস্তু "আমি"। ধ্বংস এবং পবিবর্ত্তন তাবৎ সৃষ্টিকে উদবস্থ কবিতেছে, কেবল আমি যাহা ছিলাম, তাহাই আছি। রূপান্তব হইতেছি, অবস্থান্তব হইতেছি কিন্তু মূলেতে অপবিবর্ত্তনীয় আছি। যদি আমি বহিলাম, যদি আমি আমার আশ্রয় হইলাম, যদি আমিই আমাব বাজত্ব, দেবত্ব ও ধর্ম্মমন্দিব হইতে পারিলাম, অন্যেতে প্রযোজন কি তবে? ন্যায়েব কুযুক্তি, দর্শনশাস্ত্রেব তীব্র কটাক্ষ, বিজ্ঞানেব প্রলাপ আমাকে কি ধ্বংস কবিতে পাবে? যদি একবাব আমাব পতন হয়, তাব সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, নীতি, সকলেরই অধঃপতন হয়। আমি বাঁচিলেই ব্রহ্মাণ্ড বাঁচে। লক্ষ্ণৌব নবাব ওয়াজিদআলি সাহা যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন একটী গজল্ রচনা করেন। তাহার উপসংহার এই—"যব্ ময় গুজ্‌বা, দুনিয়া গুজ্‌রি।" ধর্ম্মপদ গ্রন্থে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, "জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি বাত্রে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আপনার উপরে আপনি চৌকিদারি করিবেন।" তৎপবেই ইহা লিখিত আছে—"আপনি আপনার কর্ত্তা, আমাব কর্ত্তা আর কে হইতে পারে? আপনি যদি আপনাকে পবাজয় কবি, তাহা হইলে এমন একজন প্রভু পাই, যাঁর সঙ্গে

* "ব্রাহ্ম সমাজত্রয়ের মিলন" সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রস্তাব পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে কেবল এই দুইটীই প্রকাশিত হইল।

অন্য কাহারও তুলনা হয় না।" অতএব এই পরিবর্তনের বিষম বিপ্লবে আলোচনা-তরণী আত্মারূপ অটল পাহাড়ে চিরদিনের জন্য বদ্ধ রহিল। লেখক এবং পাঠক উভয়েই যেন আত্মরক্ষার মহাব্রত পালন করিতে পারেন।

কিন্তু পর্ব্বত ভিন্ন পর্ব্বতকে আশ্রয় দেয় কে? গিরি গিরিপৃষ্ঠে, শিলা শিলা-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চিরদিন নিরাপদ। আমাকে আশ্রয় দিতে হইলে একজন প্রবলতর "আমি" আবশ্যক। শাস্ত্র বলে, দুইটী সুন্দর পক্ষী এক শাখায় উপবিষ্ট, একটী অপরটীর সহায় ও সাক্ষী। একের নাম জীবাত্মা, অপরের নাম পরমাত্মা। পরমাত্মার কি কিছু নাম আছে? জনহীন অরণ্যে মুশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো, তোমার নাম কি? কি নামে পরিচয় দিলে দুরন্ত মিশরবাসীগণ তোমার আদেশ স্বীকার করিবে?" ঈশ্বর বলিলেন, "আমি আছি" এই মাত্র আমার নাম। "অস্তীতি" ইহা ভিন্ন আর তাঁহার বিষয় কে কি বলিতে পারে? যদি তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায়, যদি মানব শরীরের প্রতি পরমাণু পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, যদি যুক্তি বিজ্ঞান সমুদায় সৃষ্টিকে কল্পনামাত্র বলিয়া প্রমাণ করে, তাহা হইলে এই আদিশক্তি মূলাধার স্বয়ম্ভু প্রাণস্বরূপকে কি পরিবর্ত্তন বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে? তাঁর ব্যক্তিত্ব সকল ভুবনের উপরে, তাঁর পুরুষত্ব তাবৎ পৌরুষ-কারের ভিত্তি। সেই প্রকাণ্ড আমিত্ব মূলরূপে প্রকৃতির ভূমিতে নিহিত এবং তাঁহা হইতেই প্রাণ ও রস সঞ্চারিত হইয়া আমি তুমি—আমরা সকলে—শাখা প্রশাখা রূপে জীবক্ষেত্রে শোভা পাইতেছি। প্লাবনের ভিতরে, ভাবনা-কপোত যখন আমার নিকট আমাকে প্রচার করে, সেই সঙ্গে আমার নিকট তাঁহাকেও প্রচার করে। যদি আমার থাকা যাওয়া কাহারও কথার উপর নির্ভর না করে, তবে যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার থাকা, তিনি কি লোকের কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবেন? কথা যাঁহা হইতে, তিনি অনির্ব্বচনীয়; চিন্তা যাঁহা হইতে তিনি অভাবনীয়। তবে কি না কথা এবং ভাবনা তাঁহাকে না পাইয়াও পথহারা পাখীর ন্যায় স্বভাবের বেগে তাঁহারই দিকে পক্ষ চালনা করে। না পাইয়াও যাঁহাকে পাইতে প্রকৃতির এই অনিবার্য্য তৃষ্ণা, তিনি কি চিরকাল অপ্রাপ্য থাকিতে পারেন? বাস্তবিক না পাইয়াই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি, না জানিয়াই জানিয়াছি। "তাঁহাকে জানিয়াছি, এমনও নয়; না জানি, এমনও নয়।" অতএব কোনও যুক্তি, কোনও অসদুপদেশ সেই অখণ্ডনীয়, সর্ব্বাধার, প্রকাণ্ড আত্মাকে খণ্ডন করিতে পারে না।

তাঁহার বর্ত্তমানতাতেই আমি আমি, তুমি তুমি। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন, যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও তিনি থাকিবেন। তবে দেখ মহাপ্লাবনে, যদি আমি বাঁচিয়া গেলাম, আর সর্ব্বাশ্রয় অনন্ত আত্মা অমর নির্ব্বিকার হইয়া আমার সঙ্গে রহিলেন, তবে আর নোয়ার তরণী ডুবিবে কেন? নানক গান করেন,—

"প্রভুজি, তেঁই শরণাই আয়া,
উতর গয়া মেরে মনকে সংশা
যব্ তেঁরে দরশন পায়া।"

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

এ মহা সংগ্রামে কে জয়ী?

ভারতভূমি এক প্রকাণ্ড রণক্ষেত্র। কত কাল হইতে যে এই দেশে বক্ষস্থ কত প্রকার সংগ্রাম হইতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? যে স ন মহম্মদ ঘোরী ভারতের তোরণ-দ্বার পদাঘাতে উদ্ঘাটন করিয় অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, যে সংগ্রামে সুলতান মাহামুদ সোমনাথের মূর্ত্তি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মন্দিরস্থ বহুমূল্য ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিল, যে রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়াছিল, আমরা সে রণের কথা বলিতেছি না। যে রণ-মদে উন্মত্ত হইয়া রাজপুত রমণীগণ আপনাদের গৌরব রক্ষার জন্য অকাতরে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এ সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, যে রণ-কৌশলে মহারাষ্ট্র কেশরী শিবজী মুসলমানগণের প্রাধান্য বিনষ্ট প্রায় করিয়াছিলেন ও কিয়ৎকালের জন্য পর-পদদলিত ভারতবক্ষে হিন্দু পরাক্রমের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, আমরা সেই রণের কথাও বলিতেছি না। আমাদের সংগ্রাম ভিন্ন প্রকারের। এই সংগ্রাম সমাজ-সংস্কাররূপ মহা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ভাবে ভাবে, নূতনে পুরাতনে, আলোকে ও অন্ধকারে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে এই পবিত্র সংগ্রাম চলিতেছে। কখন কখন রণের প্রখরতা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিয়াছে, কখন বা সংস্কারক ও সংস্কার বিরোধীগণ বর্দ্ধিত তেজে সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছেন। আজ আমাদের প্রশ্ন, এই মহা সংগ্রামে জয়ী কে?— এত কাল পর্য্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী কাহার পক্ষপাতিনী হইয়া আসিতেছেন? এই

প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা বলিব এবং তৎপর তাহার যথা সাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এ মহাসংগ্রামের প্রারম্ভে আমাদের বঙ্গীয় সমাজ কিরূপ ছিল, তাহার একটী প্রকৃত চিত্র প্রদান করা অতি সহজ নহে। এক দিকে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ লোকের মনে যতপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে পারে, বঙ্গবাসীদের হৃদয়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সমাজে নৈতিক বন্ধন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে যাও, যেদিকে চাও, কেবল মাত্র দেখিবে ব্রাহ্মণদিগের অন্যায় একাধিপত্য। আর রমণীদিগের কথা যদি বল, তাহাদের দুর্দ্দশার ত সীমাই ছিল না। হতভাগ্য রমণী যেই পতিহারা হইল, আর তাহার নিষ্ঠুর আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া মৃতস্বামীর চিতায় তুলিয়া দিল। হত গিনী সেই জ্বলন্ত চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিল, আর হৃদয়বিহীন দর্শকগুলি নন্দে বাড়ী চলিয়া গেল! সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গীয় াজ সেই সময়ে সয়তানের ক্রীড়াভূমি ছিল। সমাজের পাপের ভরা র্ণ হইল—ঈশ্বর বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত তুমি যাইবে আর যাইতে পারিবে া। তখনই সংস্কারের ভেরী বাজিয়া উঠিল। এক মহাপুরুষ বঙ্গদেশের এই ভয়ানক পূতিগন্ধময় সমাজকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। বলিতে হইবে না, এই মহাত্মাই প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়। দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রেমে হৃদয়পূর্ণ করিয়া, মাতৃভূমির দুর্দ্দশায় ব্যথিত প্রাণ হইয়া একাকী রামমোহন এই মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক বলিয়া সামাজিকগণ প্রথমতঃ এই বালক সংস্কারকের প্রতি দৃকপাত করিলেন না। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে এই বালক সামান্য বালক নহে—এ বালক পিতার গঞ্জনা ও সমাজের লাঞ্ছনাকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেন—যখন দেখিলেন এই বালকের তেজঃপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার সমবয়স্কগণ মুগ্ধ হইতেছে, তখন সেই এক বালককে বিনাশ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ যুবা বৃদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু কি বাতুলতা, ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ের আশ্রয়-স্থান, পবিত্রতা যাঁহার উদ্দেশ্য, সহানুভূতি ও প্রেম যাঁহার পরিচালক, কাহার সাধ্য তাঁহাকে বিনাশ করে? সেই রণভেরী বাজিয়া উঠিল, আজও সেই বাদ্য বাজিতেছে। সেই রণ আজও চলিতেছে। রামমোহন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃভূমির ও নরনারীর সেবা করিয়া জগতে অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিয়া শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতবর Monier williams

লিগিয়াছেন, "এরূপ লোকের জীবনী কেবল ভারতবর্ষের পক্ষে কেন, সমস্ত জগতের পক্ষে একটী মহামূল্য সম্পত্তি।" রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর সংস্কারবিরোধীগণ মনে করিয়াছিল যে, ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারের ভেরীও নীরব হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইল না, এতদিন যে ভেরী রাজা একাকী বাজাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ভেরী শতকণ্ঠে শব্দিত হইতে লাগি । জগতে সাধু কার্য্যের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের বিধান দেখিতে পান না, তাঁহারা এই মহা ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার আন্দোলন যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, তিনি যে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ভিত্তির উপর তাহার আন্দোলন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুতেই সেই আন্দোলন বিনষ্ট হইতে পারে না। সেই ভিত্তি কি?—ধর্ম্ম। কেবল ধর্ম্ম বলি হইবে না, নিরীশ্বরবাদপূর্ণ থিওসফিও তো ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্ম নয়—কো সংকীর্ণ ধর্ম্ম নয়,—উদার ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম গম্ভীরভাবে, হৃদ আঘাত করিয়া বলিতেছে "ঈশ্বর জগতের পিতা, নরনারী তাঁহা ; সেই এক ঈশ্বর আমাদের পূজনীয়, তিনি আমাদের ইহকাল পরকালে আশ্রয়, আর নরনারী আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী।" এই মহাধর্ম্ম, এই উদার প্রেমের ধর্ম্মের সহিত সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সংবদ্ধ। যত দিন পর্য্যন্ত এই জীবন্ত ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন কি এই আন্দোলন বিনষ্ট হইবে? যাঁহার প্রাণ নরনারীর দুঃখে কাঁদিবে, যাঁহার হৃদয় পদদলিতা হিন্দু নারীর দশা দেখিয়া বিদীর্ণ হইবে, সেই জগতের সাক্ষী পরম দেবতাকে সম্বোধন করিয়া "তোমারি কাজে সঁপিনু প্রাণ" বলিয়া এই মহারণে অগ্রসর হইবে। পবিত্র ধর্ম্মের সহিত এই সাধু কার্য্যের এরূপ পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতেই লক্ষ লক্ষ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আজও সংস্কারকগণের অমিত তেজের কিছুমাত্র লাঘব হইল না। এজন্যই সংস্কারকগণ বহু শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও সিংহগর্ব্বে বিচরণ করিতেছেন। স্বীকার কর আর নাই কর, ইহা ঠিক কথা যে ব্রাহ্মসমাজই এই মহা কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মসমাজ একাকী সেই কার্য্য চালাইতেছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক এই সংস্কার কার্য্যে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট হইতেও বড় বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। কেশবচন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার বক্তৃতাধ্বনি অনেকের কর্ণে প্রতিধ্বনিত

হইতেছে. কেশব যখন তাঁহার সমাজ সংস্কারের বিজয় ভেরী বাজাইতেন, জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। কেশবের অগ্নিময়ী বক্তৃতাধ্বনি বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। কঠিন হৃদয় পিতা যে এতকাল সংসারের সকল সুখ ভোগ করিয়া ও সকল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া বিলাসিতায় ডুবিয়াছিলেন, অথচ আপনার বিধবা বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্যের "ফাঁকি" করিয়া সংসারের সকল সুখ ও সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া চির দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইয়া পিতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছিলেন, কেশবের জ্বলন্ত বক্তৃতাতে সেই হতভাগ্যেরও পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, লিকার সেই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বালিকাকে ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়া লন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই বালিকা তোমাদের নিকট রহিল, র সদ্গতি তোমাদের দ্বারা সাধিত হইবে। আমি আর এস্থলে দাঁড়াইতে র না, আমি সমাজের দাস, সমাজ জানিতে পারিলে আমাকে লাঞ্ছনা প্রদান রে।" কেশবের বক্তৃতা-ধ্বনি যে কেবল নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল, তা হে, তাহার সেই মধুর ধ্বনি সকল প্রাকৃতিক বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া দেশের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল, তাহার সেই স্বাধীনতার কথা, সেই আশার কথা শুনিয়া অনেক মৃত শরীরে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। এ জন্যই দেখিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজ অত্যাচার পীড়িতা স্বার্থপর-সমাজ-পদদলিতা বালবিধবার আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে। যে হতভাগিনী কয়েক দিন পূর্ব্বে ভিখারিণী অপেক্ষাও দুঃখিনী ছিলেন, আজ তিনি পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া রাজরাণী হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমার বলিবার যাহার কিছু ছিল না আজ তাহার স্বামী, তাহার সন্তান, তাহার গৃহ—আজ তাঁহার আনন্দের সীমা কি?— কটুবাক্য বই মিষ্ট কথা কেহ যাঁহাকে বলে নাই, আজ তাহার সন্তানের মধুর মা মা ধ্বনি, স্বামীর আদর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। এইরূপ এক একটী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ কর্ত্রীর পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না সুবিমল আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু হায়! সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা নিজেও কোন সৎ-কার্য্য করিবে না, অন্যকেও করিতে দিবে না। (একটী দুঃখিনী বালবিধবা দারুণ "ব্রহ্মচর্য্যের" যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইল, আর এই শ্রেণীমধ্যে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। বিকট চীৎকারে তাহারা, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোককে পাগল করিয়া তুলিতে ছিল,

কিন্তু কয়জন তাহা শুনিল ? ইহারা মানুষের সাধু কার্য্যের মধ্যে ভয়ানক জঘন্য অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কেবল আপনাদের হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করে, আর কিছুই নহে। এমন সুখের সংসার, সুখের স্বামী, সুখের সন্তান সন্ততি আর জীবনের সার ধন স্বাধীনতা হইতে যাহারা চির দিনের জন্য এই দুঃখিনী বালবিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করে, তাহাদিগকে যে আমরা কি বলিয়া সম্বোধন করিব, জানি না।

কেশবের দুন্দুভি নীরব হইল, শত কেশব মিলিতকণ্ঠে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া সেই তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল। শতপ্রাণ রণমদে মাতিয়া উঠিল। যে পর্য্যন্ত কুসংস্কার কুরীতি সমাজে বর্ত্তমান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সমাজ নারীর সমান অধিকার স্বীকার না করিবে ও অকাতরে নারী জাতিকে তা স্বীয় অধিকার প্রদান না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই রণক্ষেত্র হইতে পল করিবে না। একজন যদি নৈতিক সাহসের অভাব বশতঃ পলায়ন করে,দশ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এ সংগ্রামে শারীরিক শক্তির ও জন নাই, মানসিক বিক্রম, নৈতিক সাহস ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর চাই

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও এই শ্রেণীর সংস্কারকদিগের সহিত যোগদান করেন নাই, তিনি স্বতন্ত্র ভাবে সংস্কার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তবে তাঁহার লক্ষ্য একটী কোন বিশেষ প্রথার প্রতি সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি মহা পণ্ডিত। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া শাস্ত্র সহায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলন বিষয়ে তাঁহার উদ্যম যে আশানুরূপ সফল হয় নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন যেরূপ একটী উদার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, ব্রাহ্মগণ যেরূপ ধর্ম্ম জ্ঞানের অনুশাসনে এই সাধুকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনের সহিত যদি সেইরূপ কোন উদার ধর্ম্মের পবিত্র যোগ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় যে তাহার এত উদ্যমের এরূপ শোচনীয় ফল ফলিত না। দেখিতেছি আমাদের দেশে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, সংস্কার-বিরোধীগণ ছলে বলে কৌশলে সংস্কারকদিগের প্রতি লোকের বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, তথাপি আন্দোলনের গতি রোধ করিতে কেহ সমর্থ হইতেছে না। সংস্কার বিরোধীদিগের সংখ্যা যে অল্প, তাহা নহে। বিরোধীদিগের মধ্যে নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক আছেন।

প্রথম শ্রেণী—যাঁহারা সবল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, সমাজের বর্ত্তমান কুরীতি-গুলি বাস্তবিক কুরীতি নয়, তাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারী—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইঁহাদের যথেষ্ট শিক্ষাভিমান আছে, সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, হৃদয়ের বিশ্বাস ও মত যাহা কেন হউক না, তাঁহারা সমাজে আপনাদের প্রতিপত্তিটুকু বজায় রাখিবার জন্য আপনাদের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া অধিকাংশের মতেই মত দিয়া থাকেন এবং ইহার মধ্যে কোন কারণ বশতঃ যদি সংস্কারকদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে ও দলাদলির ভাবটা প্রবল হয়, তবে তো আর রক্ষা নাই। কি করিলে সংস্কারকগণ অপদস্থ হইবে, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা। সমাজে পসার রাখিবার ইচ্ছাটা ইঁহাদের এত বলবতী যে, যাহা কিছু নূতন তাহাতেই ইঁহারা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা। অথচ সত্যকথা বলিতে গেলে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাই ইঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, যে জ্ঞানের অহঙ্কারে ইঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, সেই জ্ঞান কিন্তু ষোল আনা বিলাতী আমদানী।

কিন্তু কাহার সহিত তর্ক করিতেছি, শূন্যে অসি প্রহারে কি ফল লাভ হইবে? যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে যে অন্যে বুঝাইলেও বুঝিবে না, বিকট চীৎকার ব্যতীত যাহাদের কোন বিশেষ যুক্তিতর্ক নাই, সমাজে পশার রক্ষার জন্য কেবল যাহারা অহর্নিশি ব্যস্ত, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা ও নির্জ্জন অরণ্যে রোদন করা, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। প্রেমের মাহাত্ম্য সে কি বুঝিবে, যে আপনাকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত? অন্যের সুখ দুঃখে তাহার কি আসিয়া যায়, যে আপনার সুখসাধনে মগ্ন? বিধবার চক্ষের জলের প্রতি সে কেন দৃক্‌পাত করিবে, যে বিধবা হইতে শারিরীক ও মানসিক নানা সুখ সুবিধা উপভোগ করে? স্বার্থপরতায় যাহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কি অন্যের দুঃখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখে? তুমি পুরুষ, যত বার তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে ততবার তোমার বিবাহ করিবার অধিকার আছে; কিন্তু হতভাগিনী রমণী যদি পতিহীনা হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম প্রচারকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই জ্ঞানহীনা ক্ষুদ্র বালিকার নিকট "ব্রহ্মচর্য্যের" ব্যাখা আরম্ভ কর! কিন্তু তাহার প্রাণে সান্ত্বনা কেন মানিবে?

তুমি যেমন ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্ম বোঝ, ক্ষুদ্র বালিকাও তেমনি বোঝে। হত-ভাগিনী যাবজ্জীবন এই কল্পিত ব্রহ্মচর্য্যের আগুনে পুড়িয়া মরুক, এই যাহাদের ন্যায় বিচার, এই যাহাদের যুক্তি তর্ক তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া কি হইবে ?)

সংস্কার কার্য্যে বাধা দিবার আমাদের অনেক লোক আছে। শত্রু সংখ্যা অনেক। কিন্তু এজন্য কি সংস্কারকদিগকে ভীত হইয়া এই পবিত্র কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে ? তাঁহারা কি কখনো এই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন ? সমাজের প্রাণ স্বাধীনতা, সমাজের ভিত্তি সাম্য। যত দিন না ইহা সমাজে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন তাঁহাদিগকে এই রণক্ষেত্রে অহর্নিশি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা যেন কখন মনে স্থান না দেন যে, এই মহারণে তাঁহাদের পরাজয় হইবে। এই মহারণের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যিনি ইহার ইতিহাস প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে এ মহাসংগ্রামে কে জয়ী ? তিনি জানেন বিজয়লক্ষ্মী এতকাল কোন্ পক্ষকে আশ্রয় করিয়া আসিতেছেন ? তিনি জা॰ ` এই পবিত্র রণের পরিণাম কি হইবে ? শত্রুপক্ষের নিষ্ফল চীৎকারে ভী· হই-বার কোন কারণ নাই। ইহা গোলা বিহীন কামান মাত্র। এ রণে এখন তাহারা জয়ী—যখন এ রণের অবসান হইবে তখনও সংস্কারকের জয় ঘোষিত হইবে। ন্যায় ও প্রেম যাহাদের অস্ত্র, স্বাধীনতা ও সাম্য যাহাদের রণনিনাদ, সত্য যাহাদের আশ্রয় আর ঈশ্বর যাহাদের সেনাপতি, কখন কি তাহারা রণে পরাজিত হইবে ? ইহা সত্য যে আমরা অনেকেই ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের সকলই ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র। কিন্তু যখন সেই ক্ষুদ্র মানবের মধ্যে অনন্ত শক্তির কণা প্রবেশ করিয়া উহার প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, তখন সেই ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্ব কোথায় পড়িয়া থাকে ? তখন তাহার ন্যায় এক ব্যক্তির শক্তি ও অসীম তেজ দেখিয়া জগৎ অবাক্ হইয়া যায়। ঐ দৈববলে বলী-য়ান হইয়া মহাত্মা পার্কার লক্ষ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও ভীষণ দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অনন্ত শক্তির আভা অন্তরে প্রতিভাত হইলে ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত এত শক্তির অধিকারী হয় যে, তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলী আঘাতে সুদৃঢ় প্রস্তরময় গিরিরাজি শূন্যে মিলাইয়া যায়। এই শক্তি দেশী বিদেশী, ক্ষুদ্র বৃহৎ, ধনী দরিদ্রের প্রভেদ জানে না। যত দিন পর্য্যন্ত সংস্কারকগণ এই অনন্ত শক্তিকে আপনাদের নায়ক রাখিয়া

মহাবণে প্রবৃত্ত থাকিবেন, যত দিন ন্যায়, সত্য প্রেম ও পবিত্রতাকে আপনাদেব সহায় কবিয়া বাখিবেন, তত দিন পবাজয়েব আশঙ্কা নাই। সংস্কারকগণ সে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অসীম সাহস ও দৃঢ়তম বিশ্বাসেব সহিত সেই কার্য্য কবিতে থাকুন, নিশ্চয় দেখিবেন সত্যের জয় ও অসত্যেব বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর ?

(সন্ন্যাসিনীর উক্তি)

১

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আব ?
    শ্মশানেতে যাব বাস,
    যার ঘরে সর্ব্বনাশ,
কি সুখে সে গাঁথে ফুল হার ?
(এ বিলাস সাজে কি গো তাব ?)

২

ভস্মাবৃত সুখেব সে ধাম ;
    ফুলবন কবিতার,
    দাবদগ্ধ ছার খাব,
কোথা পেলে কুসুমের দাম ?

৩

শ্মশানের শিশু তুই বালা,
    শ্মশানে ভোরের বেলা
    খেলেছিস্ ছেলে খেলা,
সয়ে গেছে শ্মশানের জ্বালা।

৪

শ্মশানের শিশু তুই বালা,
আশে পাশে চিতা তোর,
কৈশোর স্বপনে ভোর,
কল্পনায় গাঁথিছিস্ মালা।

৫

কল্পনার প্রেম-মালা নিযা
মরণ উৎসাহে ভোর,
আধখানি প্রাণ তোর
কেন দিলি শ্মশানে ঢালিয়া ?

৬

ভস্মে ভস্ম করি স্তূপাকার,
কি ফল লভিবি হা রে,
মবণ কি কভু পারে,
মৃতে প্রাণ করিতে সঞ্চার ?

৭

পার গো, পাব গো যদি বালা,
কুমারী হৃদয়ে তব
জাগাও জীবন নব
গাঁথ প্রেমে "সঞ্জীবনী" মালা।

৮

এ মালা পরাবে যার গলে,
নূতন জীবনে জেগে,
স্বরগীয় অনুরাগে,
প্রেম তব লবে প্রাণে তু'লে।

জনৈক বঙ্গ-মহিলা।

———ooo———

আলোচনা।

ঋগ্বেদের দেবতাগণ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত—নবজীবন, শ্রাবণ। রমেশ বাবু মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্পের উপরে আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি করুন। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ অতি উপদেয় পদার্থ হইবে। রমেশ বাবু ও তাঁহার সহযোগীগণ উপযুক্ত লোক, অনুবাদ যে নির্ভুল ও সুন্দর হইবে, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। স্বার্থান্ধ শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের ঈর্ষা ও শত্রুতাচরণ স্বত্বেও যে রমেশবাবু বঙ্গীয় পাঠকসমাজের চিরকৃতজ্ঞ ভাজন হইবেন, তাহাও স্থির নিশ্চিত। নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধটী সম্ভবতঃ রমেশ বাবু তাঁহার সংকলিত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকা হইতেই সংক্ষেপ করিয়া ঐ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী পাঠ করিলে ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য বিশদরূপে জানিতে পারা যায়, ও তাহার সম্যক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রাণে গভীর তৃষ্ণার উদয হয় কেবল একটী স্থলে রমেশ বাবু, তাঁহার সবল দেশহিতৈষেণা এবং প্র ভারতের কীর্ত্তি কলাপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, একটা ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তাহার প্রবন্ধের শেষভাগে রমেশবাবু লিখিয়াছেন যে—

· হিন্দুধর্ম্ম সজীব ধর্ম্ম, কেননা তাহা চারি সহস্র বৎসর ভারতে বিরাজ করিতেছে। “হিন্দু ধর্ম্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম্ম, তাহা চিন্তাশীল পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল, মৃত জড় পদার্থ নহে।”—এই বিষয়টী সম্বন্ধে রমেশ বাবুর সঙ্গে আমাদিগের একটু বোঝা পড়া আছে।

এ জগতে দুই শ্রেণীর ভাষা আছে,—এক শ্রেণীকে সজীব ভাষা বলে—যে ভাষায় লোকে কথা বার্ত্তা কহে, আর এক শ্রেণীকে মৃতভাষা কহে যে ভাষায় আর আজি কালি কোনও দেশের লোকে দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে না। ল্যাটিন মৃত ভাষা, সংস্কৃত মৃত ভাষা। ইংরাজি, বাঙ্গলা প্রভৃতি জীবিত ভাষা। জীবন্ত ভাষার লক্ষণই তাহা পরিবর্ত্তনশীল। তাহার ব্যাকরণ সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মৃত ভাষাতে তাহা হয় না। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে এখন আর কেহ এক চুল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সংস্কৃত লিখিতে হইলে সেই প্রাচীন কালের লিখিত ব্যাকরণাদি পুস্তকবদ্ধ নিয়মানুযায়ী লিখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষাতে সেরূপ করিতে হয় না। গ্রন্থকারগণ আপনাদিগের পছন্দমত লিখিয়া যান,

বক্তাগণ আপনাদিগের ইচ্ছামত বক্তৃতা করিয়া যান, ব্যাকরণ তাঁহাদের পদানুসরণ করে। জীবন্ত ভাষায় ব্যাকরণ ভাষার পদানুসরণ করে, মৃত ভাষায় ভাষা ব্যাকরণের পদানুসরণ করিয়া চলে। মৃত ভাষায় সূত্র প্রভৃতি পুস্তকবদ্ধ, সীমা নির্দ্দিষ্ট, জীবিতভাষা স্বাধীন। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই। যেই কোনও ধর্ম্ম পুস্তকবদ্ধ হইল, অমনি প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে তাহা জীবিতের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মৃতদিগের রাজ্যে গমন করিল। ধর্ম্ম পুস্তক ঈশ্বরের স্বহস্তরচিত, তাহার একচুল পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য? সুতরাং যে ধর্ম্ম কোনও বিশেষ ধর্ম্মপুস্তকের উপর রচিত, সেই ধর্ম্ম মৃত, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, তাহা বিপ্লবে পরিণত হয়। তবে কখনও কখনও ধর্ম্মপুস্তকের উপর টীকা টীপ্পনি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন ঘটান গিয়া থাকে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের জীবন রক্ষিত হয় না। হিন্দুধর্ম্ম পুস্তকনিবদ্ধ। বেদ পুরাণাদি হইতে এক চুল এদিক ওদিক করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কেহ হিন্দুধর্ম্মের উপর এখন হাত চালাইয়া ব[illegible] সময়ের উন্নত জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা [illegible] সে তাহার সংস্কৃত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে না। বর্ত্তমান কালের প্রকৃত হিন্দুগণ তাহাকে উপধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয়ই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। এই নব্য হিন্দু সম্প্রদায় যদি আপনাদিগের সংস্কৃত মত ও বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে নিশ্চয় চ্যুত হইবেন। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করিতে গিয়া মহামতি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির যে দশা হইয়াছে, তাঁহাদেরও সেই দশা হইবে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অভিনব নামে অভিহিত হইবেন। এবং কালক্রমে ব্রাহ্মসম্প্রদায় যেমন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, এই নবহিন্দুসম্প্রদায়কেও ঠিক সেইরূপ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের যদি সে জীবন থাকিত, [illegible] ইঁহারা হিন্দুনামে অভিহিত হইয়াও তাহার যথেপ্সীত সংস্কার সাধন করিতে পারিতেন,—যেমন বাঙ্গালা লেখক বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়াও বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বাঙ্গলাভাষার অনেক সংস্কার সাধন করিতেছেন। রমেশবাবু তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের মত একটী সংজ্ঞার দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই, সুতরাং তাঁহার হিন্দুধর্ম্মকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সে অবস্থায় শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া হিন্দুধর্ম্মকে জীবিত ও উৎকর্ষশীল বলা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ।

(প্রথম প্রস্তাব)

শাস্ত্রীয় বচন সকলের অন্যায় অর্থ ও অন্যায় প্রয়োগ করা মহাপাপ। ঋষি ও আচার্য্যগণ শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই উপাদেয়। তাহা লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র বাক্যের স্বকপোল কল্পিত অর্থ করা অধর্ম্ম। এই বর্ত্তমান কালে তাদৃশ পাপ ও অধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা দমন করা শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ অধ্যাপক দিগের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কতিপয় লেখক কয়েক খানি সাময়িক পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও অ[illegible]য়োগ দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে অদ্য আমরা নিম্নস্থ প্রবন্ধটীর [illegible]র অন্যায় শাস্ত্রার্থ দর্শিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, [illegible] লেখক মহাশয়, আমাদের প্রতি ক্রোধ না করিয়া, শাস্ত্র [illegible]চারের [illegible]দ্ধতি অনুসারে, স্বীয় উদ্ধৃত বচন সকলের প্রকরণগত ও শাস্ত্রানুগত যথার্থ অর্থ অবধারণ করিবেন।

বিগত "চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ" মাসের আলোচনাতে "বেদ সত্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধটীর কোন কোন অংশ শাস্ত্র-সঙ্গত বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমুদয় প্রবন্ধটী শাস্ত্র-সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, লেখক "বেদ" শব্দের এক নূতন অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ বেদকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বেদকে সত্য কহিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তিনি যে সকল শাস্ত্রীয় বচন প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোন কোন বচনের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।

তাঁহার ইহাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, "বেদ আপ্তবাক্য নহে, তাহাতে অনেক কল্পিত জল্পনা আছে, অতএব তাহাকে পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আত্মার মধ্যে যে নূতন সত্য কখনও কখনও অকস্মাৎ উদিত হয়, তাহাই সত্য বেদ। তাহা আধ্যাত্মিক সত্য জ্ঞান বিশেষ; মনুষ্য দেব কৃপায় তাহা লাভ করিয়া প্রচার [illegible] আন্তরিক বেদের আবির্ভাব আত্মাতেই হয়।"

এই অভিপ্রায়গুলি প্রমাণ করিবার জন্য লেখক মহাশয় প্রথমেই ভাগবতের প্রথম শ্লোকের এই অংশ উপস্থিত করিয়াছেন।

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে"

তিনি এই পদটুকুর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"যিনি আদি কবিতে হৃদয়ের দ্বারা বেদের বিস্তার করিলেন।" কিন্তু সেই আদি কবি কে, কাহার হৃদয়, এবং কিরূপে বেদের বিস্তার করিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝান নাই। ফলতঃ তাঁহার ঐ সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কোচিত অর্থ দ্বারা লোকে যাহাতে তাঁহার নিজ মতটী বুঝিয়া লয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরব্রহ্ম "আদি কবিতে" আদিকালের বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের অন্তরে "হৃদয়ের দ্বারা" কিনা তাদৃশ মনুষ্যের হৃদয়রূপদ্বার যোগে "বেদের" (অর্থাৎ নব আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞানের) বিস্তার করিলেন। স্বমতপ্রিয় লেখক মহাশয় নিজের এই কল্পিত অভিপ্রায়রূপ ধূলি-মুষ্টি-দ্বা· কগণের মনশ্চক্ষুকে অন্ধ করিয়া, উক্ত ভাগবৎ বাক্যের প্রকৃত অ দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে যত্ন করিয়াছেন।

পাঠকদিগের বুঝিবার জন্য আমরা এস্থলে উক্ত ভাগবদ্বা· সংক্ষে পার্থ নিবেদন করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয়েরা তাহার দোষ গুণ বিচার করিবেন।

শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মা ত্রিবিধ নামে উক্ত হন। পরব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। মোক্ষ ও কৈবল্যরূপে তাঁহার নাম পরব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তাঁহার নাম কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, শব্দাবলম্বিতজ্ঞান এবং বৈদিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা বিধায় তাঁহার নাম শব্দব্রহ্ম অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে বেদই। পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির অনুরোধে কার্য্যব্রহ্ম বা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন সেই ব্রহ্মাই একমাত্র আদি কবি। প্রত্যেক প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টিকালে পরব্রহ্ম, ঐ জ্ঞান, মন্ত্র ও ক্রিয়াময় শব্দব্রহ্মরূপ সনাতন বেদশাস্ত্রকে কার্য্য-ব্রহ্মরূপ আদিকবি-ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণ করেন। লিখিত পুস্তকমাত্র বেদ, একথা শাস্ত্রে বলেন না। মূলতঃ বেদ সনাতন ও নিত্যপদার্থ। মহাপ্রলয়ে তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে পরমাত্মার শক্তিতে বিলীন হয়। সৃষ্টি-কালে ব্রহ্মার হৃদয়দ্বার যোগে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ দ্বারা তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ প্রণালীতে স্থূলতঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াথ াকে। সেজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে উহার প্রবাহরূপ নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

তাহাব মধ্যে কোন নূতন সত্য আসে না। পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাই আইসে; কেননা, তাহা আপ্তবাক্য, সনাতন ও অভ্রান্ত। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভেদে বেদ আবির্ভূত হইযা কালেতে গীত, পঠিত ও লিখিত হয। যাহা গীত, পঠিত ও লিখিত হয়, তাহাব মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসত্য বা নূতন সত্য থাকেনা।

"আদি কবি" শব্দে যে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মাবই হৃদযে যে পবমাত্মা সৃষ্টিকালে বে বাশি প্রকাশ কবিযাছিলেন, ইহা বেদ বেদান্ত পুবাণ প্রভৃতি মিগ্র হিন্দুশা স্ত্রেব সিদ্ধান্ত। লেখক মহাশয যদি উক্ত বচনের শ্রীধব-স্বামিকৃত টীক ।পাঠ কবিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পাবিতেন। কেননা তাহাব মধ্যে এই সিদ্ধান্ত পোষক তাবতীয বিখ্যাত বিখ্যাত বেদ বচন ধৃত হইযাছে। যথা—

"হিরং ্যগর্ত্তঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্তজাতঃ পতিবেকে আসীৎ"।

অগ্রে হিবণ্য গর্ত্তের (ব্রহ্মাব) উদ্ভব হইল, তিনি সকলেব একমাত্র ।তত্ত।

ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ
প্রহিণোতি তৈস্মৈ তমিত্যাদি শ্রুতেঃ।"

"যে পবমাত্মা সৃষ্টিব প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন কবিযাছেন এবং ব্রহ্মাব অন্তঃকবণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত কবিযাছেন" ইত্যাদি (রাঃ মোঃ রাঃ কৃত অর্থ ও সম্মানিত বচন—মাণ্ডুক্যোপঃ ভূমিঃ)

এতাবতা স্বামী লেখেন

"আদিকবযে ব্রহ্মণেপি ব্রহ্ম বেদং
যস্তেনে প্রকাশিতবান"। * * "হৃদা
মনসৈব তেনে"—

যিনি 'আদিকবিতে' ব্রহ্মাতে 'ব্রহ্মকে' (শব্দব্রহ্মকে) কিনা বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে কিনা মনেতে প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন বোধ হয় লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, এই ভাগবৎ বচন দ্বারা তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। তাঁহার উক্তি এই যে সর্ব্বত্র বিশেষ বিশেষ মনুষ্যদ্বারা অর্থাৎ ব্যক্তি-লক্ষণযুক্ত মানব কর্তৃক "আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য কখনও কখনও তদ্বিষয়ক চিন্তাদ্বারা, সঙ্গনিয়ম

(Law of Association) হেতুক আবিষ্কৃত হয়; কখন কখন সমাধি অবস্থায়, কখনও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে জাগ্রত অবস্থায় অকস্মাৎ প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম বেদ।" এই উক্তি উপরি উক্ত বাক্যদ্বারা সপ্রমাণ হয়না। ফলতঃ ইহার প্রমাণক বচন কোন শাস্ত্রে পাই বেন না। লেখক মহাশয়ের মতটী বেদবিরোধী ব্যক্তিদিগের আদরণীয় বটে, কিন্তু অশাস্ত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্যের অর্থ-সংকোচ পূর্ব্বক আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাকরা সাহসমাত্র।

লেখক মহাশয় শতপথব্রাহ্মণের নিম্নস্থ বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ"

বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্"

তিনি উহার এই অর্থ লেখেন "মন সমুদ্র, মন-সমুদ্র হইতে বাক্য-রূপ কোদালীদ্বারা দেবতারা ত্রয়ী (বেদ) বিদ্যা খুঁড়িয়াছিলেন।" তিনি এস্থলে ব্যাখ্যা করেন যে, "এই রূপক বাক্যের স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে, মনের চিন্তা হইতেই বেদ অর্থাৎ নতন সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।",

লেখক মহাশয়ের কৃত এই তাৎপর্য্যটী অশাস্ত্র। (. এস্থলে এবং এইরূপ সকল স্থলে "মন" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মা"। ব্রহ্মার গভীর মানস-সাগরে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বেদ নিহিত ছিল। তাহা হইতে বেদমন্ত্রাধিপ দেবগণের উদ্দিষ্ট যজ্ঞ সিদ্ধার্থ এবং নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রচারার্থ ব্রহ্মারই বাক্যদ্বারা তাহা পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এস্থলে "মন" শব্দে কোন ব্যষ্টিলক্ষণবিশিষ্ট মানবের মন নহে। কোন মানবের মন বেদরূপ সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানের মূল উৎস হইতে পারে না। একমা ব্রহ্মাই বেদের যোনি এবং সার্ব্বভৌমিক মহামানস স্বরূপ ব্রহ্মাই তাহার দ্বার। ব্রহ্মার নাম যে "মন" তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই।

যথা মানবে ১। ৭৪

"তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যতে।

প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং।"

ব্রাহ্মপরিমিত অহর্নিশান্তে নিদ্রাগত ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হয়েন। প্রতিবুদ্ধ হইয়া সৃষ্ট্যর্থ মনকে নিযোগ করেন।

"সৃষ্ট্যর্থং মনোনিযুক্তিরেব মনঃসৃষ্টিঃ" (কুল্লুকঃভঃ)

ব্রহ্মার এই প্রকার নিয়োগের নাম মনঃ সৃষ্টি।

"অথবা মনঃ শব্দোহয়ং মহত্তত্ত্ব পর এব" (কল্লুকঃ ভঃ)

অথবা ইহাই বুঝ যে এই "মনঃ" শব্দটী মহত্তত্ত্ববোধক। মহত্তত্ত্ব শব্দে ব্রহ্মাই।

অপরঞ্চ মানবে ১। ৭৫

"মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।"

পবমাত্মার সৃষ্টি-ইচ্ছা কর্ত্তৃক প্রেবিত হইযা "মনোমহান" মহত্তত্ত্ব রূপ "মহামন" জগদাদি সৃষ্টি কবেন।

অতঃপব বাযু, ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গপুবাণে একবাক্যে ব্রহ্মার এই সকল নাম কহিযাছেন।

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পুর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সম্বিৎ বিপুবং চোচ্যতে বুধৈঃ॥

মনঃ, মহত্তত্ত্ব, মতি, ব্রহ্মা, পুব, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বব, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সম্বিৎ এবং বিপুব।

সৃষ্টি ও বেদ প্রকাশ স্থলে প্রজাপতি ব্রহ্মাই যে "মন," "মহান" বা "মহত্তত্ত্ব" কথিত হন, তাহাব বিস্তব প্রমাণ আছে। অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত কবিয়া পত্রিকা ভাবাক্রান্ত কবাব প্রযোজন নাই। এজন্য আব একটী বৈদিক প্রমাণ মাত্র প্রযোগ কবিবা ক্ষান্ত হইব। মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—

"তপসা চীযতে ব্রহ্ম ততোন্নমভিজাযতে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং॥

অর্থ,—পবব্রহ্ম সৃষ্টি কবিতে সঙ্কল্প কবিলে, তাঁহা হইতে প্রথমতঃ অন্ন উৎপন্ন হয। অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে সত্য, সত্য হইতে লোক, কর্ম্ম ও অমৃত উৎপন্ন হয।

তাৎপর্য্য,—সর্ব্ব শাস্ত্রগত বা প্রকরণগত "উপক্রম-উপসংহাবাদি লিঙ্গ-ঘটক দ্বারা ঋষি ও আচার্য্যগণ শাস্ত্রবাক্যেব যে অর্থ অবধাবণ করিয়াছেন, তাহাই উপাদেয়। বচনটী যেরূপ আছে তাহাতে সহসা তাহাব কোন অর্থই বোধগম্য হয় না। তাহা এই

"পরমেশ্বর সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। তাহাতে ধান্য যব গোধূমাদি অন্ন জন্মিল। সেই অন্ন খাইয়া মানুষের ধড়ে প্রাণ আসিল। সেই প্রাণ হইতে মানুষের মন জন্মিল। মানুষেব মন হইতে সত্য উৎপন্ন হইল। সত্য হইতে যত লোক, তাহাদের কর্ম্ম এবং দেবসেব্য অমৃত উদ্ভব হইল।"

এইরূপ করিয়া যদি ঐ বচনটীর অর্থ বুঝা যায়, তবেই অদ্ভুত ব্যাখ্যা লাভ হইল। এ অর্থে না আছে ধড, না আছে স্কন্ধ, না আছে পুচ্ছ, না আছে শৃঙ্গ। যদি কেহ এই অর্থে বিশ্বাস করিয়া মনে করেন আমি খুব শাস্ত্র জানি, এবং আর যদি কেহ ঐ অর্থে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক একেবারে শাস্ত্রকেই অশ্ব-ডিম্ব বলিয়া অবধারণ করেন; তবে তাদৃশ উভয় প্রকার মহাত্মাকেই তুল্যানুতুল্য পণ্ডিত জ্ঞান করিতে হইবে। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মত-ভেদ লইয়া যদি বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ যদি পত্রিকা-সম্পাদকেরা প্রকাশ করেন এবং পাঠকেরা পাঠ করেন, তবে সকলেরই অন্তে আকাশ-কুসুমবৎ সমান ফললাভ হইবে। সকলেরই—অর্থাৎ "গায় গাওযায় যেবা করযে শ্রবণ।"

কিন্তু আচার্য্যদিগের ব্যাখ্যা অতি উপাদেয়। তাহাই শাস্ত্রের অভি-প্রেত।তাহাই শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত মধ্যবর্ত্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সমঞ্জসীভূত। উক্ত বেদবাক্যের আচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—

"পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহা হইতে "অন্ন" অর্থাৎ জগৎ-সংসারের সাধারণ উপাদান-কারণ-স্বরূপিণী অব্যাকৃত প্রকৃতি দর্শিত হইলেন। সেই অব্যাকৃত অন্নস্বরূপিণী প্রকৃতিরূপ মহাপটে "প্রাণ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের সৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিরূপী হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই হিরণ্যগর্ভরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে "মন" অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়া সাধনার্থ ব্রহ্ম-মানস উৎপন্ন হইল। (এ স্থলে "প্রাণে" আর "মনে" ঔপ-চারিক ভেদমাত্র)। সেই "মন" -অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে "সত্য" অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। (অব্যাকৃত প্রকৃতি অব্যক্ত বিধায় অসৎ শব্দে কথিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূত ব্যক্তপ্রকৃতি বিধায় সৎ বা সত্য নামে কথিত হয)। সেই পঞ্চভূত হইতে "লোক" অর্থাৎ ভূলোক ও স্বর্গলোকাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল, সেই সকল লোকমণ্ডলে মনুষ্যাদি প্রাণিগণের বর্ণাশ্রমাচারানুযায়ী "কর্ম্ম" অর্থাৎ নানাবিধ ক্রিয়া এবং তাদৃশ ক্রিয়া সমূহের ফলরূপ "অমৃত" উৎপন্ন হইল। "অমৃতং কর্ম্মজং ফলং;" "যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটি শতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলঞ্চ নবিনশ্যতীত্য-মৃতং" ॥ কর্ম্মের ফলের নাম "অমৃত"। অর্থাৎ কল্পকোটি শত কাল যাবৎ যদি কর্ম্ম বিনষ্ট না হয় তাবৎ তাহার ফলও বিনষ্ট হয় না, এজন্য সেই কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট "অমৃত" শব্দে উক্ত হইয়াছে। এতাবতা "মন" বা "মহত্ত্ব"

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধায় "মন" শব্দে এই বচনে কেবল মাত্র ব্রহ্মাই অভিপ্রেত হইযাছেন।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে "মন" শব্দে ব্রহ্মা। তাহা কোন ব্যষ্টিনবের মন নহে। তাঁহা হইতে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেব অনুসাবে সৃষ্টি প্রকাশ পায, সেইরূপ বেদও প্রকাশ পাইযা থাকে।

লেখক মহাশয আর্য্যধর্ম্মেব মূলস্বরূপ বেদশাস্ত্রকে অপদস্থ এবং স্বীয অভিমত বেদকে সপ্রমাণ কবিবাব জন্য শতপথ ব্রাহ্মণেব আব একটী বচন তুলিযাছেন। যথা—

"ত্রযোবেদা এতএব। বাগেবার্গ্বেদো,
মনো যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ।"

তাঁহাব অর্থ—"তিনবেদ ইহাই। বাণী ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ এবং প্রাণ সামবেদ"।

তাঁহাব কৃত তাৎপর্য্য—"মন, বাণী ও প্রাণ যদি বেদত্রয হয, তবে এ তিন প্রত্যেক মনুষ্যেতেই আছে। সুতবাং প্রত্যেক মনুষ্যই বেদেব আধার হতে পাবে। কিন্তু পাবে বলিযাই যে সকলেই হইবে, তাহা নহে। যাঁহাবা বেদপ্রাপ্তিব যোগ্যতা উপার্জ্জন কবেন তাঁহাদিগেব মন, বাণী ও প্রাণই বেদ প্রকাশ কবে।"

দুঃখেব বিষয, এ বচনটীও সুবিজ্ঞ লেখক মহাশযেব মত সমর্থন কবে না। কেন না এ স্থলে "বাক্", "মন", ও "প্রাণ" শব্দে মানবেব বাক্য, মন, ও প্রাণ নহে। তাহা প্রজাপতি ব্রহ্মাব বাক্য, মন ও প্রাণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব উক্ত বচনেব অর্থ এইরূপ হইবে।

"ঋগ্বেদ প্রজাপতিব বাক্যস্বরূপ।

যজুর্ব্বেদ তাঁহার মনঃস্বরূপ। সামবেদ তাঁহাব প্রাণ স্বরূপ।"

প্রজাপতি ব্রহ্মাই একমাত্র সমগ্র বেদের আধাব রূপে এই বচনে লক্ষিত হইয়াছেন। কোন বিশেষ মানবের বাক্য, মনঃ,প্রাণ লক্ষিত হয় নাই। কেন না মনু কহিয়াছেন (১২।৯৪)।

"পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥"

পিতৃ, দেবতা ও মনুষ্যদিগকে হব্যকব্যান্ন প্রদান দ্বারা যে ফললাভ হয়, বেদ তাহার প্রমাণ। বেদকে কেহ ধরিতে পারে না। মীমাংসাদি

শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার প্রমেয়ভাগ বোধগম্য হয় না।

আমাদের মাননীয় লেখক মহাশয় স্বীয় মত প্রমাণ করিবার অভিলাষে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম হইতে নিম্নস্থ বচনটী তুলিয়াছেন।

"শ্রুতি ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরেজনাঃ।
নচ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে॥

তিনি এই বচনের এই অর্থ লেখেন—"শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না, কিন্তু ইহাও (স্বীকার করি) না যে, সকল শ্রুতিই ধর্ম্মবিহিত।" এই অর্থ লিখিয়া মহামান্য লেখক মহাশয় বলেন যে, "ভীষ্মের এই মত যে সকল শ্রুতি ধর্ম্ম-বিহিত নহে, আশ্চর্য্যরূপে ব্রাহ্ম মতের সহিত ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।" আমরা এ স্থলে পাঠকগণের (।ধ স্থুলভার্থ লেখক মহাশয়ের তাৎপর্য্যকে ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। ব্রাহ্মমতে সকল শ্রুতি, ব্রহ্মজ্ঞান বা সত্যধর্ম্মের অনুকূল নহে। শ্লোকের অর্থে "সকল শ্রুতি ধর্ম্মবিহিত নহে" এই যে বাক্যটী আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, লেখক প্র একেবারে তাহা ব্রাহ্মমতে প্রয়োগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মমত সাধারণতঃ যে প্রকারে সংগঠিত হইয়া আছে, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় উক্ত বচনটী সেরূপ ব্রাহ্মমতে কিছুতেই সংলগ্ন হয় না। অতঃপর লেখক মহাশয় "সকলশ্রুতি ব্রাহ্মমতে আদরণীয় নহে, কিন্তু কোন কোন শ্রুতি আদরণীয়" এই মনের কথাটার উপরি যে ঐ বচনটী লাগাইতে চাহেন তাহাও সম্ভব হয় না। কেন না, প্রথমতঃ উদ্ধৃত বচনটী "রাজধর্ম্ম" প্রকরণের অন্তর্গত। রাজধর্ম্ম প্রকরণীয় বচন বেদবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারে না। তাহা রাজা, প্রজা, কোষ, সাক্ষ্য, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে লাগিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সেটী যে অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সে অধ্যায়টী "সত্যানৃত" বিষয়ক। অর্থাৎ তাহাতে, কিরূপ স্থলে সত্য কথা কহিবে, কিরূপ স্থলে মিথ্যা কথা বলাও উচিত, এইরূপ "সত্যানৃত" ধর্ম্মের উপদেশ মাত্র আছে। নতুবা, তাহাতে এমন কিছু বিচার নাই যে, বেদ হইতে যাহা সত্যধর্ম্ম তাহা বাছিয়া লইবে এবং যাহা মিথ্যা ধর্ম্ম তাহা ত্যাগ করিবে।—

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্য কি, অনৃত কি এবং সনাতন ধর্ম্মই বা কি? কোন্ সময়ে সত্য বলিবে এবং কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কহিবে?